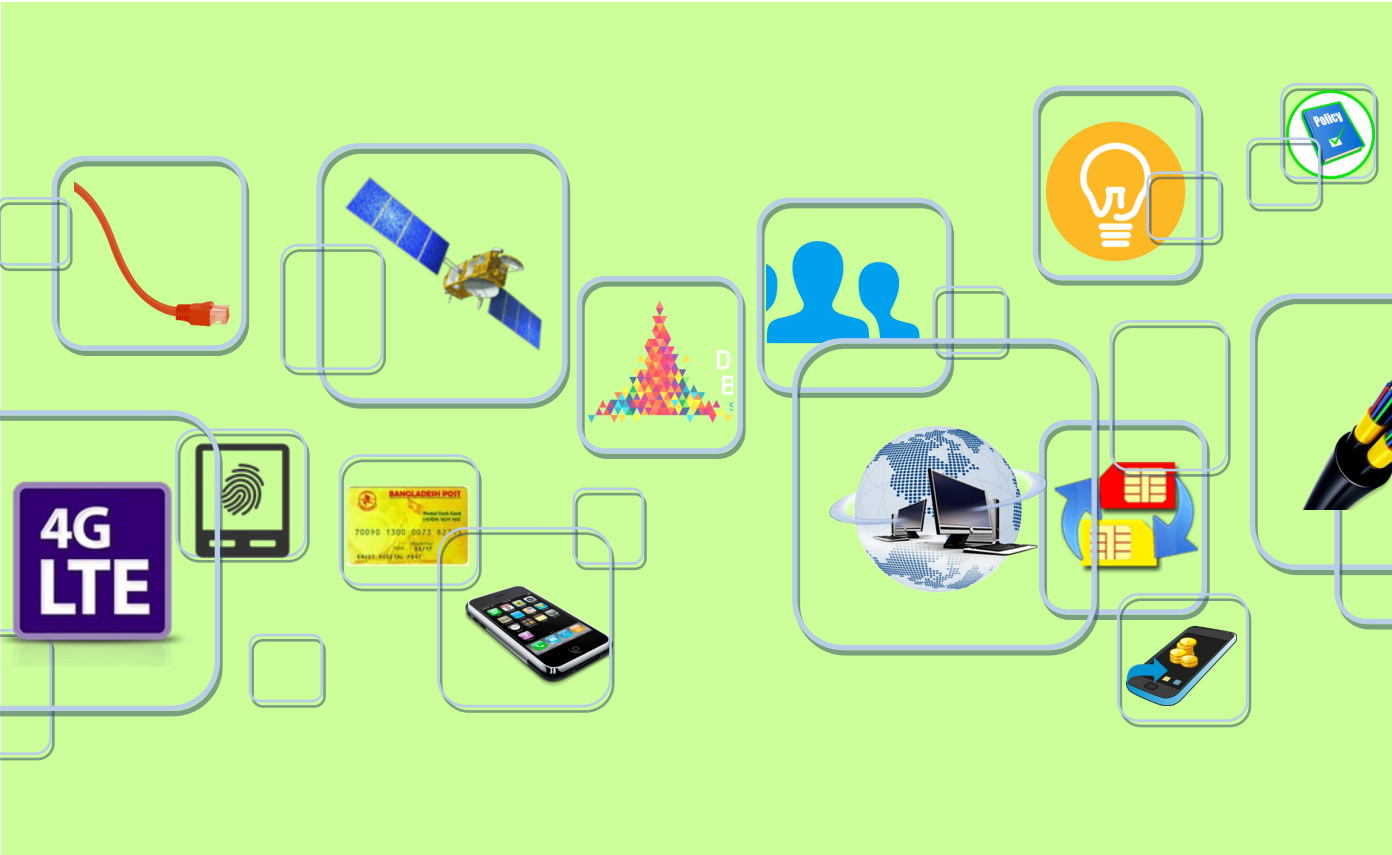




# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়



# বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





## সূচীপত্র

১. বাণী	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	৪
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৫
সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৬
২. সম্পাদকীয়	৭
৩. বিভাগ পরিচিতি	৮
৪. দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম	১৮
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)	১৯
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)	৩০
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩৫
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)	৪১
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)	৪৬
বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)	৫০
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৫৩
ডাক অধিদপ্তর	৫৫
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ	৬০
৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের রাজস্ব বরাদ্দ/ আয় ও ব্যয়	৬২
৬. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা	৬৪
৭. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৭০
৮. বঙ্গাবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৭৩
৯. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র	৭৫





‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দেশের দারিদ্র বিমোচন, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি আধুনিক দর্শন।

*-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা*



বেগম তারানা হালিম  
প্রতিমন্ত্রী  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

## বাগী

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনা ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমকে দৃশ্যমান করবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশ সরকার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি গণতান্ত্রিক, দারিদ্র্য মুক্ত, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রূপকল্প -২০২১ ঘোষণা করেছে। গত সাড়ে সাত বৎসরে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ খাতে সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশে উদ্ভাবনী অর্থনীতির জন্য একটি সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করতে সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

গত সাড়ে সাত বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দেশে যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা; সারাদেশে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন; বিকল্প সাবমেরিন কেবল স্থাপন; দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ; দেশব্যাপী ৮,৫০০ পোস্ট ই-সেন্টার স্থাপনসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার সংকল্পবদ্ধ। পাশাপাশি প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করে জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে SIM/RUIM নিবন্ধন; সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুগল, ফেসবুক, মাইক্রোসফট সহ অন্যান্য বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং দেশে সাইবার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সচেতনতা সৃষ্টিতেও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণে গ্রাহক অভিযোগের দ্রুত সমাধান, কল ড্রপে ক্ষতিপূরণ, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি ইত্যাদি বিষয়েও ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ অগ্রাধিকার দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে “সোনার বাংলা”-য় রূপান্তরিত করার যে স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের সময় তিনি পাননি। প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তিনি অবিরাম পরিশ্রম করে গিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানসমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর। এ সরকারের হাত ধরে দিন বদলের যে ধারা শুরু হয়েছে তাকে সচল রাখতে এবং আরও বেগবান করে তুলতে গৃহীত কর্মসূচী সমূহের বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশবাসী যেমন করে যে যার অবস্থানে থেকে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল আজও তেমনি করে দল, মত নির্বিশেষে সকলকে যার যার অবস্থানে থেকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সোনার বাংলা তথা “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়ার এই নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ প্রয়াসই কেবল পারে প্রযুক্তি নির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অসাম্প্রদায়িক স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে। অতীতের ন্যায্য সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।





মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী  
সচিব  
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

## বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে ডাক সেবা এবং টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে টেকসই ও উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ, গণমুখী টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা এবং ডাক সেবাসমূহ আধুনিকায়নে সরকারের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বিভাগ নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

দেশে ক্রমপ্রসারমান টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫ সালের ১২.৬৮ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৩.১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫ সালের ৪.৮৩ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

ইন্টারনেট সহজলভ্য করার জন্য এর মূল্য প্রতি Mbps সাতাশ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। ইন্টারনেট চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সাবমেরিন কেবলের ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে ২০০ Gbps করার পাশাপাশি আরও একটি সাবমেরিন কেবল সংযোগের কাজ চলমান আছে, যা ২০১৬ এর ডিসেম্বরে সংযোজন হবে। ২০০৯ সালে যেখানে দেশে ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ছিল ৭.৫ Gbps তা বর্তমানে প্রায় ২৩০ Gbps এ উন্নীত হয়েছে। সাবমেরিন কেবলের পাশাপাশি টেরেস্ট্রিয়াল কেবল এর মাধ্যমেও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। এখন দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশেও ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি করছি যা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে।

দেশের সর্বপ্রথম নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' স্থাপনের জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোমধ্যেই অরবিটাল স্লট ক্রয়সহ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও গ্রাউন্ড-স্টেশন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যেই কক্ষপথে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপিত হবে, যা দেশের টেলিযোগাযোগসহ তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অপরিহার্য অংশ দুতগতির তথ্যপ্রবাহের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসে পাঁচটি সরকারি-বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে 3G সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে দেশের মানুষ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুতগতির ইন্টারনেট সেবা, ভিডিও কল, টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখা সহ নানাবিধ ই-সেবা পাচ্ছে। দীর্ঘদিন পার্বত্য জেলা ও সুন্দরবন এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের বাইরে ছিল। বর্তমানে দুর্গম সুন্দরবনসহ পার্বত্য জেলায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃক ল্যাপটপ, মোবাইল ও এর সরঞ্জামাদি, ডিজিটাল প্রিপেইড মিটার, টেলিফোন সেট ইত্যাদি সংযোজন/ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড কপার কেবলের পাশাপাশি দেশের চাহিদা মত অপটিক্যাল ফাইবারও উৎপাদন করছে।

টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর লক্ষ্য পূরণে সাশ্রয়ী ও সার্বজনীন আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত মানের টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সদা সচেষ্ট।

এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।





## সম্পাদকীয়

### সম্পাদনা পর্ষদ



মোসাঃ ইসমত আরা জাহান  
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)  
আব্বায়ক, সম্পাদনা পরিষদ



শেখ রিয়াজ আহমেদ  
উপ সচিব (কোম্পানি-২)  
সদস্য



মুহাম্মদ আব্দুল হামান  
উপ সচিব (ডাক-১)  
সদস্য



আমিনুল হক  
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)  
সদস্য



মোঃ শরিফুর রহমান  
উপ-পরিচালক  
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর  
(ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে সংযুক্ত)  
সদস্য



আব্দুল মান্নান  
সহকারী প্রধান  
সদস্য

সম্মিলিত মেধা, শ্রম ও মননে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। এ বিষয়ে যারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের প্রতি সম্পাদনা পর্ষদ অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। বিভাগ পরিচিতি, দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের রাজস্ব বরাদ্দ/আয় ও ব্যয়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র। অধ্যয়নসমূহে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা আগ্রহী সুধীজনের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(মোসাঃ ইসমত আরা জাহান)



# প্রথম অধ্যায়

## বিভাগ পরিচিতি





## ১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিচিতি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় – কে একীভূত করে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে “ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়” পুনর্গঠন করে এর অধীনে “ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ” এবং “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ” নামে দু’টি বিভাগ গঠন করা হয়।

### ১.১ বিভাগের কার্যাবলী

Allocation of Business অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিম্নরূপ:

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহ;
- পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকসমূহ;
- ডাক জীবনবীমা;
- বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের অধীন দপ্তর /সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন দেশ এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- রাষ্ট্রাচার ও চুক্তি সম্পাদন এবং পালন;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনরীক্ষণ;
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট ফি/চার্জ/টারিফ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

### ১.২ ভিশন

জনগণের জন্য সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন এবং প্রযুক্তি নির্ভর ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ।

### ১.৩ মিশন

- ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ ও তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা;
- দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে ডাক ও টেলিযোগাযোগের অত্যাধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- জনগণের স্বার্থ রক্ষাপূর্বক ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধান;



## ১.৪ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

### নিয়ন্ত্রক/ নীতি-নির্ধারণী সহায়ক



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন



টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর



মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

### সেবা প্রদানকারী



ডাক অধিদপ্তর



বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড



টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড



বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড

### উৎপাদনকারী



বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা



বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড

## ১.৫ আইন/বিধি ও নীতিমালা

### আইন (টেলিযোগাযোগ)

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০৬, ২০১০)
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০০৯
- বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৯
- বাংলাদেশ ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৯৩৩
- দ্যা টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট, ১৮৮৫



### নীতিমালা (টেলিযোগাযোগ)

- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮
- আন্তর্জাতিক দূরপাল্লার টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা, ২০১০
- ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ২০০৯

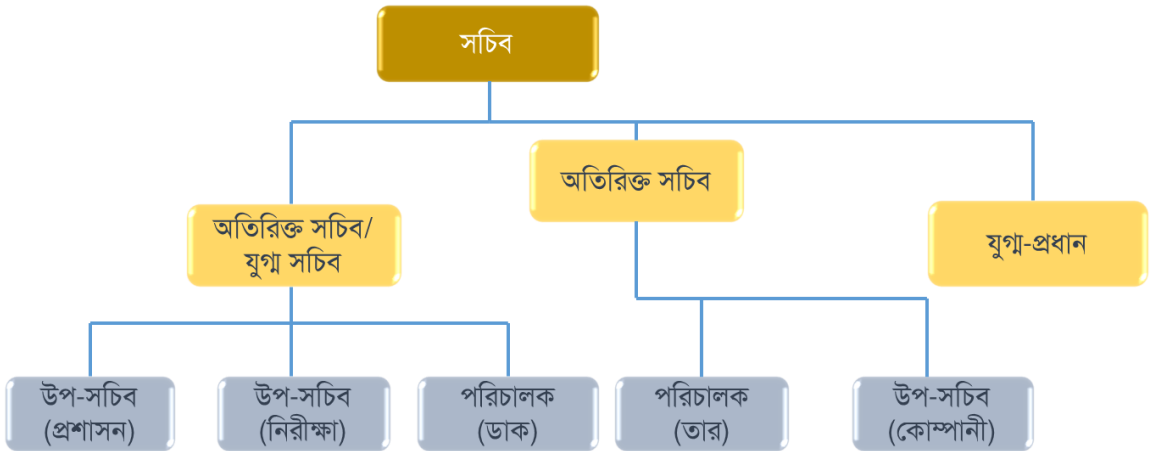
### আইন (ডাক)

- পোস্ট অফিস আইন, ১৮৯৮ (সংশোধিত ২০১০)
- সরকারি সেভিংস ব্যাংক আইন, ১৮৭৩
- পোস্ট অফিস ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট অধ্যাদেশ, ১৯৪৪

### বিধিমালা (ডাক)

- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বিধিমালা, ১৯৬১
- প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৬
- সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা, ২০১৩

## ১.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (অধিশাখা পর্যন্ত)

## ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদিত পদসমূহ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দুটি অনুবিভাগ এবং পঁচটি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। এ বিভাগের সর্বমোট জনবল ১০৮। এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি তথ্যপ্রযুক্তি সেল রয়েছে।

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্ম সচিব	১
৪	যুগ্ম প্রধান	১
৫	উপসচিব	৫
৬	সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	১১
৭	সহকারী প্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান	৪
৮	প্রোগ্রামার	১
৯	সহকারী প্রোগ্রামার	১
১০	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১১	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
১২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯
১৩	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩
১৪	হিসাব রক্ষক	১
১৫	সাঁট মুদ্রাস্করিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৯
১৬	অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪
১৭	কম্পিউটার অপারেটর	১
১৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২
১৯	সহকারী হিসাব রক্ষক	১
২০	ক্যাশিয়ার	১
২১	ক্যাশ সরকার	১
২২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১
২৩	অফিস সহায়ক	২৭
<b>মোট জনবল</b>		<b>১০৮</b>

## ১.৭ বিভাগের অধীন শাখাসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

### প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সংসদ)

বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবণ্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলী। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি, সচিব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার চাহিদানুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী।

### প্রশাসন-২ (বাজেট)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বাজেট এবং আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলী, কোম্পানিসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ, শুল্ক কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ এবং বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদানুযায়ী সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ।

### প্রশাসন-৩ (সেবা ও অন্যান্য)

এ বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলী, মাননীয় মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টারের বিল পরিশোধ, এ বিভাগের সিটিজেন চার্চার প্রণয়ন, মাসিক সমন্বয় সভা এবং অনির্দিষ্ট সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

### নিরীক্ষা-১ (বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, পিএ কমিটি)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি, দ্বিপক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা, পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি এবং পিএ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

### নিরীক্ষা-২ (বিটিআরসি ও কোম্পানিসমূহ)

মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কোম্পানিগুলোর নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, নিরীক্ষা আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিএজি এর অতিরিক্ত কোম্পানি/সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

### ডাক-১ (অপারেশন ম্যাটার)

ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, ক্ষমতা অর্পণ, রাজস্বখাতে পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ, চাকুরির তথ্যাবলী প্রণয়ন পদোন্নতি, চলতি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান, ২য় গ্রেড হতে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন, শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা, পেনশন, নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বিধিমালা, ম্যানুয়াল এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা হতে চাহিদাকৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ।



## ডাক-২ (স্ট্যাম্প, প্রেস, অভিযোগ, লিগ্যাল)

ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবা, নীতিমালা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, কর্মচারীদের বিভিন্ন অভিযোগ, অফিস ভাড়া, জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল পরিশোধ, স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাবলীসহ এ বিভাগ ও অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারি মামলা, রিট মামলা ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

## টেলিকম-১ (বিটিআরসি/ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ)

টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও গাইডলাইন; টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও শেয়ার হস্তান্তর; টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি; টেলিযোগাযোগ সেবা এর বেসরকারিকরণ; রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ; গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ স্থাপনা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই); টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারি কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি; তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালাসমূহে বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; বিটিআরসির সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী; বিটিআরসির বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়; ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমিউনিটি (এপিটি) কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা, সমন্বয় ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ ও কার্যক্রম; টেলিযোগাযোগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন: সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মতামত প্রদান; টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরি, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ; শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

## টেলিকম-২ (আইসিটি সেল)

আইসিটি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বিভাগের ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সমন্বয়।

## কোম্পানি-১ (বিটিসিএল)

বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি)-এর সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল কাঠামো নির্ধারণ, উদ্বৃত্তকরণ, আত্মীকরণ, পদ সৃষ্টি ও বিলুপ্তি, বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও তদূর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদস্থাপন, দেশ-বিদেশে লিয়েন মঞ্জুর, পিআরএল, পেনশন মঞ্জুরি, বিটিসিএল-এর কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।



## কোম্পানি-২ (টেলিটক/ বাকেশি/ টেশিস/ বিএসসিসিএল)

বিটিসিএল(বিলুপ্ত বিটিটিবি), বিটিআরসিসহ এ বিভাগের আওতাধীন টেলিযোগাযোগ খাতভুক্ত সকল কোম্পানির টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ, গ্রাহকসেবা, ইউটিলিটি সার্ভিস ও জমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনুমোদন; বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড ও বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড এর যাবতীয় প্রশাসনিক, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুমোদনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যাবতীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা।

## পরিকল্পনা-১

ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রাক-মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, চলমান প্রকল্পের পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন, বাস্তবায়নের জন্য তহবিল অবমুক্তির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ; চলমান প্রকল্পের আওতায় পদ সৃজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন। নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফোকাল পয়েন্ট এর কর্ম সম্পাদন; পরিকল্পনা উইং এর সমন্বয়মূলক কর্মকাণ্ড যেমন- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, মাসিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, এনইসি, একনেক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত নিয়মিত (মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক) প্রতিবেদনসমূহ অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আইএমইডি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ।

## পরিকল্পনা-২

ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়াদি, ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তকরণ; দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যাদি।

## পরিকল্পনা-৩

বিটিসিএল'র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপন, দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি; চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন; বিটিসিএল এর উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন; বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের পদ সৃজন/ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ঠ প্রকল্পের ডিসবার্সমেন্ট প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।

## পরিকল্পনা-৪

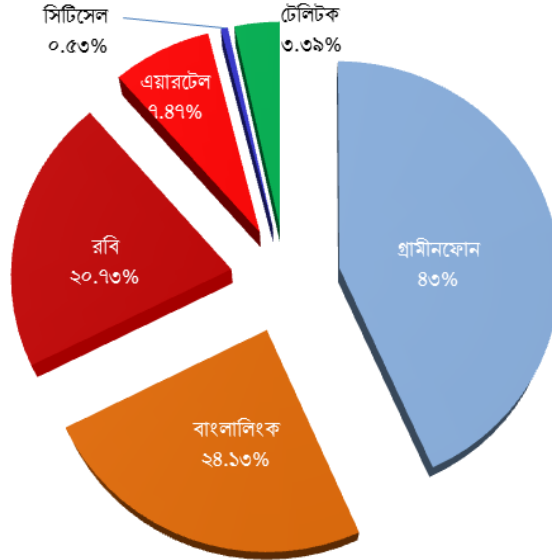
বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিঃ, বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ এবং সংস্থা/বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী; প্রকল্পের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলী; প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন/সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী; উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-তে প্রেরণ; এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক রিপোর্ট প্রণয়ন; দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ। প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিষ্পত্তিকরণ।



## ১.৮ টেলিযোগাযোগ খাতের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র

বিষয়	২০০৮	২০১৫ (জুন)	২০১৬ (জুন)
টেলিডেনসিটি	৩৪.৫০%	৮১.৯৩%	৮২.১৭%
মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	৪.৬০ কোটি	১২.৬৮ কোটি	১৩.১৪ কোটি (বায়োমেট্রিক নিবন্ধিত প্রায় ১২.১ কোটি)
ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	০.৪০ কোটি	৪.৮৩ কোটি	৬.৩৩ কোটি
ইন্টারনেট ডেনসিটি	২.৫%	৩০.৫৬%	৩৯.২৯%
গড় ভয়েস কল চার্জ (টাকা)	০.৮৮	০.৮৩	০.৮৩
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ চার্জ প্রতি Mbps (সর্বনিম্ন)	২৭,০০০ টাকা	৬১২ টাকা পর্যন্ত	৪০০ টাকা পর্যন্ত (বিটিসিএল)

## ১.৯ মোবাইল গ্রাহকগণের অপারেটর ভিত্তিক বিন্যাস (জুন ২০১৬)



## ১.১০ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণের বিন্যাস (জুন ২০১৬)

সংযোগের প্রকৃতি	গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	মার্কেট শেয়ার
সেলুলার মোবাইল (2G/ 3G)	৫৯.৬৫৮	৯৪.২৬%
Wimax (BWA)	০.১১২	০.১৮%
ISP ও PSTN	৩.৫২	৫.৫৬%
<b>মোট</b>	<b>৬৩.২৯</b>	



## ১.১১ বিভাগের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা





# দ্বিতীয় অধ্যায়

## দপ্তর/সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রম



# বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)



## ২.১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সেবার সাথে লাগসই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ প্রণীত হয়। আইনের আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার ৩১ জানুয়ারি ২০০২ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে।

### ২.১.১ দায়িত্ব

- টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;
- গ্রাহকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী বিদ্যমান অথবা সম্ভাব্য পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;
- উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা;
- টেলিযোগাযোগের একান্ততা (Privacy) রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব থেকে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষেত্রমত সরকারের নিকট সুপারিশ করা;
- টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা (Numbering) সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা।

### ২.১.২ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

#### লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন

কমিশন ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে, যথাঃ এনটিটিএন, ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং কল-সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি। গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারের অনুমোদনক্রমে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৪১ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম/ ধরন	ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১	এনটিটিএন	০৩
২	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড	০৭
৩	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল (সেন্ট্রাল জোন)	০৪
৪	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল (সাউথ-ইস্ট জোন)	০২
৫	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল (সাউথ-ওয়েস্ট জোন)	০৭
৬	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল (নর্থ-ইস্ট জোন)	০৪
৭	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জোনাল (নর্থ-ওয়েস্ট জোন)	০৭
৮	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি এ	৫৫
৯	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি বি	০২
১০	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি সি	১৬
১১	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	৩৪
	<b>মোট</b>	<b>১৪১</b>



২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরন	নবায়নকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা
১.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-ন্যাশনওয়াইড	১০
২.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-সেন্ট্রাল জোন	০৩
৩.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার-জোনাল	০২
৪.	সাইবার ক্যাফে-ক্যাটাগরী এ	১৫
৫.	ভিস্যাট ইউজার	১৭
৬.	ভিস্যাট প্রোভাইডার	০২
৭.	ভিস্যাট প্রোভাইডার উইথ হাব	০২
৮.	ভেহিকেল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস	০১
৯.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	০৭
<b>মোট</b>		<b>৫৯</b>

### 3G সেবার বিস্তার

বহল প্রত্যাশিত 3G সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ২০১৩ সালে নিলামের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটরকে 3G সেবার লাইসেন্স প্রদান ও তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ২০১২ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। 3G লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল মোবাইল অপারেটরের 3G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটরের সকল বিভাগীয় শহরে এবং গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও উপজেলা শহরে 3G নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই সারা দেশ 3G নেটওয়ার্কের আওতাধীন হবে। 2G প্রযুক্তিতে সেবার ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ kbps সেখানে 3G এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫১২ kbps এবং সর্বোচ্চ ৪ Mbps গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। 3G সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলিকনফারেন্সিং এর মত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। বিগত এক বছরে 3G গ্রাহক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

মাস	গ্রাহক সংখ্যা
জুলাই- ১৫	২০,২৪১,১৯০
আগস্ট- ১৫	২২,৫১২,২২৯
সেপ্টেম্বর- ১৫	২৩,৩১১,৭৭৪
অক্টোবর- ১৫	২৪,৪১৬,৯৪৭
নভেম্বর- ১৫	২৪,৭২৭,৬৫৬
ডিসেম্বর- ১৫	২৪,২৮৯,৬১৫
জানুয়ারী- ১৬	২৪,০২৩,৯৮৯
ফেব্রুয়ারী- ১৬	২৪,৩৫৭,৮১১
মার্চ- ১৬	২৫,৬৫৭,১৮৬
এপ্রিল- ১৬	২৭,১২১,২৮১
মে- ১৬	২৭,৭৯৮,১৪০
জুন- ১৬	২৮,৮৩৪,৬০১



## আন্তর্জাতিক ভয়েস কল

আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারি মালিকানাধীন বিটিসিএল-সহ মোট ২৯ টি International Gateway Operator (IGW) প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে IGW প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

মাস	আন্তর্জাতিক অন্তঃগামী কল (পেইড মিনিট)	আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল (পেইড মিনিট)
জুলাই- ১৫	৩,৫০২,৫৯৭,০৯৫	২৪,৩৫৫,১৬৩
আগস্ট- ১৫	৩,২০৫,৮১২,২০৫	২৫,৪২৮,৬০২
সেপ্টেম্বর- ১৫	২,৯২১,৪০০,৩৩৫	৫০,০৪১,২৩৯
অক্টোবর- ১৫	২,৬১৭,৩৩৩,৭৪১	২৪,২৬২,৩৭০
নভেম্বর- ১৫	২,৩৩৬,৭৯২,০৭৩	২২,০৫৯,০৩৪
ডিসেম্বর- ১৫	২,৫৭৩,০০৫,৯৭৯	২১,৯০৩,৫২২
জানুয়ারী- ১৬	২,৪৯৭,৪৩৫,২৩০	২০,৮৬৩,০৩৬
ফেব্রুয়ারী- ১৬	২,৩৩৭,৪৫৭,৫৯০	১৯,৯৮৫,৬৮৩
মার্চ- ১৬	২,৪৭৯,১২৪,৯৭১	২০,৮৭২,৯৫৫
এপ্রিল- ১৬	২,৩৬৪,৫৪৪,৯৮৯	১৯,৫৪৯,৩৫০
মে- ১৬	২,৩৯৮,৫৫৪,৬৭৪	১৯,৭৬৬,৫৭৬
জুন- ১৬	২,৩৪৯,২১৩,৯৩৮	১৯,০১৮,৯৯৬

## International Internet Gateway (IIG)

বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে ম্যাঞ্জো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল -এই ০২ টি প্রতিষ্ঠান International Internet Gateway (IIG) কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমানে মোট ২৯টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। IIG প্রতিষ্ঠানসমূহ BSCCL হতে ৯৭.২১ Gbps এবং ITC হতে ১৬৪.২০ Gbps সহ মোট ২৬১.৪১ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে IIG সমূহের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৭ টি
২	চালু IIG	২৯ টি
৩	শীঘ্রই চালু হবে	০১ টি
৪	মোট Capacity	২৬১.৪১ Gbps
৫	মোট ব্যবহৃত Bandwidth	২৩৩.৫৩ Gbps

## অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ

একুশ শতকের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে অভিপ্রায় তার সাফল্য নির্ভর করছে সাশ্রয়ী মূল্যে একটি কমন নেটওয়ার্ক ব্যবহারের উপর। আর সাশ্রয়ী মূল্যে নেটওয়ার্ক পাওয়া তখনই সম্ভব যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নেটওয়ার্ক স্থাপন না করে একটি কমন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে। এর আলোকেই বিটিআরসি Fiber@Home এবং Summit Communication Limited এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে NTTN (National Telecommunication Transmission Network) লাইসেন্স প্রদান করে। অতিদ্রুততার সাথে Telecommunication Network সমগ্র দেশের উপজেলা সমূহে পৌঁছে দেবার জন্য অপারেটরদ্বয়কে সুনির্দিষ্ট সময় (Roll Out Obligation) বেধে দেওয়া হয়। NTTN হিসেবে Summit Communication Limited সর্বমোট ৬৪ টি জেলা ও ৩২৫ টি উপজেলায় এবং Fiber@Home সর্বমোট ৬৪ টি জেলা ও ৩৫৯ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এছাড়া সমগ্র দেশে Fiber Network অবকাঠামো হুড়িয়ে দিতে সরকারী উদ্যোগে Power Grid Company of Bangladesh Limited (PGCB)-এর অতিরিক্ত এক পেয়ার ফাইবার National Service Provider (NSP) হিসেবে NTTN অপারেটরদের লীজ প্রদান করা হয়েছে। PGCB'র এই ফাইবার ব্যবহার করে NTTN অপারেটরগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে Internet Bandwidth পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। NSP পারমিট এর আলোকে অপারেটরদ্বয়কে ৩৬ মাসের মধ্যে ৬৪ টি জেলা, ২৫০টি উপজেলা এবং ৪৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে নেটওয়ার্ক পৌঁছানোর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে। NSP হিসেবে Summit Communication Limited সর্বমোট ২৩টি জেলা ও ৯১ টি উপজেলা এবং Fiber@Home Ltd সর্বমোট ২৯ টি জেলা ও ৪২ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। উল্লেখ্য PGCB এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবারের ক্যাপাসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য উক্ত সংস্থা দুটিকেও NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি NTTN অপারেটর BTCL এর সর্বমোট ৫৬টি জেলা ও ১২৬ টি উপজেলা; বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৩টি জেলা ও ১২২টি উপজেলা এবং PGCB এর সর্বমোট ৫২টি জেলা ও ১৯৫টি উপজেলায় অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক বিদ্যমান রয়েছে।

## Interactive GIS Map

১৪ তম DNCC সভায় সারাদেশে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিটিসিএল, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পিজিসিবি ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সধারী বেসরকারি অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত ফাইবার নেটওয়ার্ক এর তথ্য সমন্বয়ে একটি Interactive Map তৈরি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিটিআরসি Interactive GIS Map তৈরির জন্য CEGIS (Centre for Environmental and Geographical Information Services) প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সমন্বিত তথ্যসমূহ পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে GIS Map সমূহ ইতোমধ্যে অনলাইনে উত্থাপন করা হয়েছে।

## Quality of Service

Quality of Service (QoS) বলতে টেলিকম অপারেটরদের ডাটা ও ভয়েস সার্ভিসের নেটওয়ার্ক কর্মদক্ষতা এবং সেবার মানের অঙ্গীকারাবদ্ধ সীমা পরিপূর্ণ করাকে বুঝায়। Service availability, Service Response Time, Loss, Signal to Noise Ratio, Cross Talk, Echo, Interrupts, Frequency Response, Loudness Level, Mean Opinion Score (MOS), Rx Level, Coverage, Connection Success Rate, Call Drop Rate, Call Failure rate, Accumulated Down Time of BTSs, Completion Rate for SMS Service, Jitter, Latency, delivery of committed internet speed (up/down), Customer Complain Management ইত্যাদি মানদণ্ড Quality of Service (QoS) নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিটিআরসি'র দায়িত্ব হল সকল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক এর কোয়ালিটি অব সার্ভিস এর মানদণ্ড নির্ধারণ, অপারেটরদের তুলনামূলক কোয়ালিটি তথ্য তুলে ধরা এবং সেবার মান নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ অতি সহজেই সর্বোৎকৃষ্ট অপারেটর বেছে নিতে পারবে এবং একই সাথে অপারেটরদের মধ্যে একটি সুসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এসব উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিআরসি মোবাইল অপারেটরদের জন্য গত জানুয়ারি, ২০১৪ -তে একটি Interim Directive জারী করেছে। Directive অনুযায়ী অপারেটরগণ নির্দিষ্ট ফরম্যাটে তাদের compliance Report সংরক্ষণ করছে ও তা নিয়মিত কমিশনে দাখিল করছে।

পাশাপাশি সকল অপারেটরদের উপস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে ড্রাইভ টেস্ট করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। Directive টি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 3G মোবাইল নেটওয়ার্কের Quality Parameter অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। QoS উন্নয়নে বিটিআরসি'র নানামুখী পদক্ষেপের কারণে গ্রাহক সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড্রাইভ টেস্ট যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি ইতোমধ্যে ফিনল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলে বিভিন্ন এলাকায় Key Performance Indicator (KPI) পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে।

দেখব্যাপী বিভিন্ন ভবনে মোবাইল অপারেটরদের স্থাপিত Base Transceiver Station (BTS) হতে নির্গত রেডিয়েশনের বিষয়ে বিটিআরসি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে একযোগে কাজ করেছে। সহনশীল রেডিয়েশনের মাত্রা বিষয়ে World Health Organization (WHO) এবং International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) এর Benchmarking এর আলোকে বিটিআরসি বিভিন্ন স্থানে রেডিয়েশন পরিমাপ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। WHO, ICNIRP ও অন্যান্য দেশের প্রচলিত গাইডলাইন অনুসরণ করে বিটিআরসি একটি নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া রেডিয়েশন পরিমাপের নিমিত্তে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি কাজ করছে।

## IP Telephony

বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য নতুন টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। Internet Protocol Telephony যা সংক্ষেপে IP Telephony নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪২ টি Internet Service Provider (ISP) প্রতিষ্ঠানকে Internet Protocol Telephone Service Provider (IPTSP) লাইসেন্স প্রদান করেছে। বর্তমানে দেশে ২৬ টি IPTSP প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

## অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধ

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে টেলিকম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে। উক্ত কমিটিতে বিটিআরসিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:





## অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইন্টারনেট  
ব্যান্ডউইডথ এর  
অপব্যবহার  
রোধকল্পে  
মনিটরিং

ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ এর অপব্যবহার করে অবৈধ স্থাপনার মাধ্যমে ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বিভিন্ন International Internet Gateway (IIG) এবং Internet Service Provider (ISP) এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে অপারেটর হতে প্রাপ্ত Deep Packet Inspection (DPI) এবং Multi Router Traffic Grapher (MRTG) তথ্য-উপাত্ত প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণসহ অপারেটরগণকে সংশোধন মূলক নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় বিটিআরসি ব্যান্ডউইডথ সীমিতকরণ, Virtual Private Network (VPN) এর অনুমতি বাধ্যতামূলক করণ, Uplink/ Downlink ratio সীমিত করাসহ নানামুখী তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

Call Detail  
Record  
(CDR)

বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার পরিচালিত Call Volume পর্যবেক্ষণ করাসহ সঠিক হিসাব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল IGW অপারেটরদের CDR Terminal বিটিআরসিতে স্থাপন করা হয়েছে। টার্মিনাল হতে প্রাপ্ত CDR সমূহ প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়া সকল অপারেটরদের মধ্যকার কলের হিসাব সুচারুরূপে Cross Examine করার লক্ষ্যে সকল অপারেটর হতে ভিন্ন ভিন্ন ছকে কলের হিসাব সংরক্ষণ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

SIM-Box  
Detection  
System

অবৈধ রেজিস্ট্রেশন বন্ধ এবং অবৈধ SIM-Box ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটর সমন্বয়ে বিটিআরসিতে SIM-Box Detection System স্থাপন করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি বিটিআরসির নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত SIM Box Detection System এ Additional hits বৃদ্ধিসহ Virtual Circuit বাড়ানো হয়েছে।

SIM-Box  
Detection  
System

অবৈধ ব্যবহৃত SIM/RUIM শনাক্তকরণে বিটিআরসি কতিপয় Logic নির্ধারণ করে দিয়েছে যা অবলম্বনে অপারেটরগণ Self regulation পরিচালনা করে থাকে। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্ধারিত Logic সমূহ প্রয়োগ করে মোবাইল অপারেটরগণ অবৈধ ভিওআইপি তে ব্যবহৃত SIM/RUIM শনাক্ত ও বন্ধ করা হয়। বিটিআরসি Logic সমূহ নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে থাকে।

অবৈধ VoIP  
স্থাপনায়  
অভিযান

বিটিআরসি'র প্রতিষ্ঠা হতে এ পর্যন্ত ৩৫৪ টি অবৈধ VoIP স্থাপনায় সফল অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ৯৫ টি, ২০১৫ সালে ৪১ টি এবং ২০১৬ সালে ৭ টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০০৭ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত অবৈধ কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সর্বমোট ১,৪৫,৯৯,৬৪৪ টি SIM/RUIM বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে Self Regulation এর মাধ্যমে শনাক্তকৃত ১,২৬,২০,৭৯৮ টি, SIM-Box Detection System এ শনাক্তকৃত ১৭,৫২,৫১২ টি এবং অভিযান পরিচালনাকালে ২,২৬,৩৩৪ টি SIM/RUIM বন্ধ করা হয়। এ পর্যন্ত বিটিআরসি হতে অবৈধ VoIP সংক্রান্ত ৭৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিয়মিত  
পরিদর্শন  
কার্যক্রম

লাইসেন্স, গাইডলাইন এবং বিভিন্ন নির্দেশনার সঠিক অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য বিটিআরসি'র কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারীর স্থাপনা পরিদর্শন করে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।



## National Frequency Allocation Plan (NFAP)

বেতার তরঙ্গ সীমিত সম্পদ এবং একই তরঙ্গ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হলে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য International Telecommunication Union (ITU) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় প্রযুক্তি ভিত্তিক তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশেরই National Frequency Allocation Plan (NFAP) প্রণয়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে ২০০৪ সালে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Interconnect Communications এর সহায়তায় প্রথমবারের মত National Frequency Allocation Plan (NFAP) প্রণয়ন করা হয়েছিল। প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং বেতার তরঙ্গের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান-Helios Technologies Ltd. এর সহায়তায় National Frequency Allocation Plan সংশোধন করা হয়েছে। ITU এর Radio Regulation অনুযায়ী NFAP-তে ৯ kHz থেকে ১০০০ GHz পর্যন্ত তরঙ্গ ব্যান্ডকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে NFAP-কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে তরঙ্গের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

## Aeronautical Radio Service

দেশের National Frequency Allocation Plan (NFAP) অনুযায়ী VHF ব্যান্ডের ১০৮.০০০ MHz থেকে ১১৭.৯৭৫ MHz এবং ১১৮.০০ MHz থেকে ১৩৬.০০ MHz তরঙ্গ সাধারণত Aeronautical Radio Service -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Aircraft সমূহ আকাশে উঠা-নামা ও চলাচল কার্যক্রম নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে করার জন্য Air to Air, Air to Ground, Ground to Air Communication এবং Aircraft ও Ground Station এর আন্তঃযোগাযোগের জন্য উক্ত তরঙ্গসমূহ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া International Telecommunication Union (ITU) এর Radio Regulation অনুযায়ী ৯৬০.০০ MHz থেকে ১২১৫.০০ MHz পর্যন্ত তরঙ্গ Aircraft এর গতিপথ ঠিক রাখা এবং দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নতুন ০২ টি সহ সর্বমোট ৫১ টি দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে Aeronautical Band এর তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিটিআরসি অনুমোদন প্রদান করেছে। Airlines সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত সরকারী রাজস্ব পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিটি Aircraft এর অনুকূলে call sign ও লাইসেন্স গ্রহণ করে থাকে।

## Maritime Radio Service

ITU Radio Regulation এর Appendix-17 ও 18-তে বর্ণিত HF ও VHF ব্যান্ডের তরঙ্গ Maritime Radio Service জন্য সংরক্ষিত। Maritime Operation এ Distance Calling ও Safety Service এর জন্য ফিল্ড ২১৮২ kHz ও ১৫৬.৮০০ MHz তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ০৯টি প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি হতে Radio Communication Equipment (Maritime) এর জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়।

## বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ

বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের অধীনে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই শাখার অধীন ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় স্টেশনসহ চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়ায় ০৫ টি ফিল্ড মনিটরিং স্টেশন রয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন কার্যক্রম সহজতর এবং গতিশীল করার নিমিত্ত ০৫ টি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সজ্জিত গাড়ি, ০১ টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন এবং ০৩ টি পোর্টেবল স্পেকট্রাম এনালাইজার রয়েছে। এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে নিয়মিত এবং জরুরী ভিত্তিতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার কারণ সনাক্তকরণ ও দ্রুততার সাথে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক নিয়মিত ভিত্তিতে সেলুলার মোবাইল ফোন, PSTN, মাইক্রোওয়েভ লিংক, ওয়াকিটকি, FM Broadcasting, TV Broadcasting, Aeronautical, Maritime, WiMax ইত্যাদিতে তরঙ্গের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ সেবা লাইসেন্সসমূহ এবং সংখ্যা

ক্রমিক	লাইসেন্সের প্রকার (নিলাম/ টেন্ডার এর মাধ্যমে প্রদেয়)	লাইসেন্সধারী
১	International Gateway (IGW)	২৫
২	Interconnection Exchange (ICX)	২৬
৩	International Internet Gateway (IIG)	৩৭
৪	Broadband Wireless Access (BWA)	৩
৫	Cellular Mobile Telecom Operator	৬
৬	3G Cellular Mobile Phone Services Operator	৪
৭	International Terrestrial Cable (ITC) Services	৭
৮	Public Switched Telephone Network (PSTN) Operator [National: 04, Zonal: 07, Rural: 01]	১২
৯	VoIP Service Provider	৮৮১
	মোট	১,০০১

ক্রমিক	লাইসেন্সের প্রকার (উন্মুক্ত পদ্ধতিতে প্রদেয়)	লাইসেন্সধারী
১	National Internet Exchange (NIX)	২
২	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN)	৫
৩	Vehicle Tracking Services [Service License: 19, Service Approval: 03]	২২
৪	Internet Protocol Telephony Service Provider – Nationwide	৩২
৫	Internet Protocol Telephony Service Provider – Central Zone	৭
৬	Internet Protocol Telephony Service Provider – Zonal [South-East: 03, South-West :00, North-East: 00, North-West: 00]	৩
৭	Internet Service Provider – Nationwide	১২১
৮	Internet Service Provider – Central Zone	৭২
৯	Internet Service Provider – Zonal	৬৫
১০	Internet Service Provider – Category A	২৪৫
১১	Internet Service Provider – Category B	৩১
১২	Internet Service Provider – Category C	৭০
১৩	VSAT User	২২
১৪	VSAT Provider	৫
১৫	VSAT Provider with HUB	৫
১৬	Call Centre	১৮৩
১৭	Hosted Call Centre	৪০
১৮	Hosted Call Centre Service Provider	৩৫
১৯	International Call Centre	২
২০	Call Center Registration Certificate	১১৭
	মোট	১,০৮৪

## ২.১.৩ বিটিআরসির অন্যান্য কার্যক্রম

### টেলিযোগাযোগ খাতের পরিচালন-পদ্ধতি (গাইডলাইন, ডাইরেক্টিভ) প্রণয়ন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। পরবর্তীতে এ সকল নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময় পর স্থায়ী নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হয়। সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ বিটিআরসির পক্ষে বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইন, ডাইরেক্টিভ এবং অন্যান্য নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্ট তৈরি করে থাকে।

### International Payment and Recharge Service

আন্তর্জাতিক পর্যায়ের টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের বিল-প্রদান ও রিচার্জ সুবিধা বাংলাদেশী অভিবাসীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বিটিআরসি থেকে International Payment and Recharge Service (IPRS)-এর অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে IPRS সার্ভিস প্রদানের অনুমতি ২২ টি প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়েছে।

### কল-সেন্টার ভিত্তিক ইনফরমেশন/হেল্প লাইন

এ সার্ভিসের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটররা হেলথ লাইন, কৃষি জিজ্ঞাসা, এডুকেশন লাইন, লিঙ্গ্যাল লাইন ইত্যাদি সেবাসমূহ গ্রাহকদের প্রদান করে থাকে। এই ধরনের সেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কল-সেন্টার এজেন্ট এর সাপোর্ট দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গ্রাহক স্বার্থ রক্ষায় নিমিত্ত মোবাইল অপারেটররা হেল্প-লাইন সঠিকভাবে পরিচালনা করছে কিনা বিটিআরসি তা তদারক করে থাকে।

### জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বিটিআরসি এবং টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, দুর্নীতি দমন কমিশন, কাস্টমস, বিচারালয় ইত্যাদি দপ্তর/সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই ধরনের কাজের অংশ হিসেবে Call Detail Record (CDR), Subscriber Acquisition Form, Recharge/ Balance Information, Location Based Tracking, ভিওআইপি/অবৈধ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, অনির্দিষ্ট সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা/তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

### BD-CSIRT এর কার্যক্রম

সাইবার এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিহত করা অর্থাৎ তথ্য উপাত্ত পাচার (Data Intrusion), পরিচয় চুরি (Identity Theft), Malware Infection, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে উত্ত্যক্তকরণ এবং সাইবার অপরাধের (Cyber Crime) মাধ্যমে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা রোধকল্পে বিটিআরসি ২০১২ সালে Bangladesh Computer Security Incident Response Team (BD-CSIRT)। BD-CSIRT বর্ণিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের Website-এর Vulnerability পরীক্ষা করে থাকে থাকে। BD-CSIRT কর্তৃক National Telecommunication Monitoring Centre (NTMC) এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মবিরোধী কনটেন্টে প্রবেশ বন্ধে সহায়তা করা হয়। এছাড়া জনসাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে আপত্তিকর কনটেন্টের বিষয়ে Facebook, Google ও Microsoft সহ বিভিন্ন অনলাইন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

## জনসচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক ও সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিআরসি সেলুলার মোবাইল অপারেটরদের সহায়তায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী, আন্তর্জাতিক, বহুজাতিক, সেবামূলক, শিক্ষামূলক দপ্তর/সংস্থার অনুরোধে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী/কার্যক্রম সংক্রান্ত SMS সারাদেশে সকল গ্রাহকের নিকট বিনামূল্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে।

## পরিবেশ বান্ধব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

বর্তমানে কারিগরি উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/সিস্টেম এর ব্যবহারের কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। বিটিআরসি বিভিন্ন Regulatory and Licensing Guideline-এ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় Green Telecommunication নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

## অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স

টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি মোবাইল অপারেটরদের কাস্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র রয়েছে। টেলিযোগাযোগ সেবা দানকারীগণের কাস্টমার কেয়ার বা অভিযোগ কেন্দ্র দ্বারা গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ সঠিকমতো নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিটিআরসি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। এর পাশাপাশি বিটিআরসি নিকট ই-মেইল, মোবাইল ফোন এবং ডাকযোগে প্রেরিত অভিযোগসমূহ দ্রুত ও সহজে নিষ্পত্তি করাও এই টাস্ক ফোর্সের কাজ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ টাস্ক ফোর্স অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মান ও গ্রাহক অভিজ্ঞতা বহুগুণে উন্নত করবে। এছাড়াও গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের নিজস্ব কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যা শর্ট কোড ২৮৭২ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

## আন্তর্জাতিক SIM/RUIM/Data Card

চাকরি/ শিক্ষা/ ভ্রমণ/ হজ্জ/ চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন মেয়াদে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বিদেশে বসবাস/ভ্রমণ কালে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ম-কানুন, টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণে পদ্ধতিগত জটিলতা, ভাষাজনিত সমস্যা এবং বিদেশী নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে চাহিদা/প্রয়োজনীয়তা থাকার পরেও বৈদেশিক টেলিকম অপারেটরের সার্ভিসসমূহ (SIM/RUIM/Data Card) ক্রয় করতে পারেন না। গ্রাহক চাহিদার ভিত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিটিআরসি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (নন লাইসেন্সিং) অনুকূলে international SIM/RUIM/Data cards of international telecom operator(s) in Bangladesh for international use outside Bangladesh সংক্রান্ত সার্ভিসের অনুমোদন প্রদান করেছে। এর ফলে একজন ব্যক্তি বিদেশে গমনের পূর্বে দেশ হতেই ঐ দেশের মোবাইল অপারেটরের SIM/RUIM/Data Card সংগ্রহ করতে পারেন।



# বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

## ২.২ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড দেশের মুখ্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮৫৩ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সব ধরনের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত আছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত কপার ক্যাবল, ওয়ারলেস-মাইক্রোওয়েভ ও অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশের প্রায় সকল জেলা ও উপজেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসাধারণ এসব নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জসমূহের মাধ্যমে শাস্ত্রী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভয়েস ও ডাটা-ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন। একটি বৃহৎ টেলিকম কারিয়ার ও অপারেটর হিসেবে বিটিসিএল দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত।

### ২.২.১ বিটিসিএল গঠনের পটভূমি

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৩ সালে তদানীন্তন ডাক ও তার বিভাগের আওতাধীন “টেলিগ্রাফ” শাখা সৃষ্ট হয় যা ১৯৬২ সালে “পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বিভাগ” নামে একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে দেশে স্থাপিত সমুদয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন স্থাপনাদি নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে “বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ” গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের এক অধ্যাদেশ বলে “টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড” নামে এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ১৯৭৯ সালে আরেকটি অধ্যাদেশ বলে এটি “Bangladesh Telegraph and Telephone Board” (BTTB) নামে সরকারী বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। BTTB (Amendment) Ordinance, 2008 এর আওতায় ০১ জুলাই, ২০০৮ হতে BTTB কে BTCL এ রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত Ordinance টি BTTB (Amendment) Act, 2009 এ পরিণত হয়।

### ২.২.২ বিটিসিএল এর সেবাসমূহ

#### ভয়েস

ফিক্সড কপার লাইন টেলিফোন সেবা (PSTN)

অন্তঃ ও আন্তঃ অপারেটর ভয়েস কল, আন্তর্জাতিক ভয়েস কল ও ফ্যাক্স

বিভিন্ন সম্পূরক সেবাসমূহ (কল ফরওয়ার্ডিং, হট লাইন, কনফারেন্স কল ইত্যাদি)

রেড টেলিফোন সেবা

আন্তঃসংযোগ (ICX) ও আন্তর্জাতিক গেইটওয়ে (IGW) সেবা

#### ইন্টারনেট সংযোগ ও সংশ্লিষ্ট সেবা

ডায়াল আপ ইন্টারনেট, ADSL এর মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

Gigabit Passive Optical Network (GPON) এর মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ভয়েস, ভিডিও এবং ২০ Mbps পর্যন্ত Data সেবা

অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক লিজড ইন্টারনেট

আন্তর্জাতিক গেইটওয়ের (IIG) মাধ্যমে IP Transit প্রদান

Web hosting, DNS Parking ও .bd Domain Name Registration



ডাটা কমিউনিকেশন	Digital Data Node (DDN)
	অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক MPLS সেবা
ট্রান্সমিশন (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)	দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার/ মাইক্রোওয়েভ ভিত্তিক ব্যাকহল ট্রান্সমিশন সেবা
	কপার/ অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক লোকাল লুপ
	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN)
	International Private Leased Circuit (IPLC) সংযোগ
	International Terrestrial Cable সেবাসমূহ
	Satellite Link সেবাসমূহ
অবকাঠামো সেবা	কো-লোকেশন, যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান, ব্যাকআপ বৈদ্যুতিক সংযোগ
	টাওয়ার, Dark ফাইবার ও ফাইবার Duct

### ২.২.৩ বিটিসিএল এর গ্রাহক ও অবকাঠামোগত তথ্য

গ্রাহকের ধরণ	ধারণক্ষমতা	সংযোগ
টেলিফোন	১৪.১৪ লক্ষ	৭.৭১ লক্ষ
ADSL	৮৯ হাজার	১৭ হাজার
GPON	৭.৮ হাজার	৫৩

অবকাঠামো	
ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ ( ৬৪ টি জেলা এবং ৪৮১ টি উপজেলা সহ দেশের ৬০৫ টি স্থানে)	৭৭৫ টি (MSU:২৩৩, RSU/ONU: ৫৪২)
উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র	বেতবুনিয়া ও মহাখালী (২ টি)
আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ	৩ টি
আন্তঃসংযোগ এক্সচেঞ্জের PoP এর স্থান সমূহ	ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, খুলনা
অপটিক্যাল ফাইবার	২২,০০০+ কিলোমিটার
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ এর ব্যান্ডউইডথ	~৫ Gbps



## ২.২.৪ টেলিফোন সংযোগ ও কল চার্জ

এলাকা	চার্জের প্রকৃতি	চার্জ
ঢাকা মাল্টি এক্সচেঞ্জ এলাকা	সংযোগ চার্জ ((এককালীন)	১০০০/- টাকা (ঢাকা)
	নিরাপত্তা জামানত (এককালীন)	১০০০/- টাকা (ঢাকা)
	লাইন রেন্ট (মাসিক) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা	১৬০/- টাকা
অন্যান্য এলাকা	সংযোগ চার্জ (এককালীন)	৩০০/- টাকা
	নিরাপত্তা জামানত (এককালীন)	৩০০/- টাকা
	লাইন রেন্ট (মাসিক) জেলা, উপজেলা/ গ্রোথসেন্টার।	১২০ টাকা জেলা পর্যায়ে এবং ৮০ টাকা উপজেলা/ গ্রোথসেন্টার।
সমগ্র দেশব্যাপী	On-net (বিটিসিএল টু বিটিসিএল) কলচার্জ	Peak Hour (সকাল ৮টা-রাত ৮টা) প্রতি মিনিট ৩০ পয়সা। Off-peak Hour (রাত ৮টা- সকাল ৮টা) প্রতি মিনিট ১০ পয়সা।
	Off-net (বিটিসিএল হতে অন্য অপারেটর) কলচার্জ	প্রতি মিনিট ৮০ পয়সা।

## ২.২.৫ গ্রাহক পর্যায়ে বিটিসিএল এর অন্যান্য সেবার চার্জ

সেবা	চার্জ	
ADSL ইন্টারনেট সংযোগ (Unlimited Data Volume)	সংযোগ চার্জ-৪০০ টাকা	
	মাসিক চার্জ-	
	265 kbps	৪৫০ টাকা
	512 kbps	৭৫০ টাকা
	1 Mbps	১,১৫০ টাকা
	1.5 Mbps	১,৬০০ টাকা
GPON ইন্টারনেট সংযোগ (Unlimited Data Volume)	মাসিক চার্জ-	
	1 Mbps	১,০০০ টাকা
	2 Mbps	১,৫০০ টাকা
	4 Mbps	২,৮০০ টাকা
‘.bd’ domain name registration	২ বছরের জন্য ১৫০০ টাকা নবায়ন-৮০০ টাকা প্রতি বছর	

## ২.২.৬ সাম্প্রতিক বছরসমূহে বিটিসিএল এর আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

Particulars		2013-2014 (Taka)	2014-2015 (Taka)
<b>Revenue</b>		<b>8,439,445,726</b>	<b>5,044,929,854</b>
Less: Cost of services		4,2000,298,148	1,354,727,425
Administrative expenses		3,558,900,752	3,670,037,208
Repairs and Maintenance		473,648,213	379,974,229
Depreciation		5,575,834,827	5,631,256,720
		13,808,681,941	11,035,995,582
<b>Operating Profit/(Loss)</b>		<b>(5,369,236,215)</b>	<b>(5,991,065,728)</b>
Add: Non- operating income		1,610,721,124	1,153,004,494
		(3,758,515,091)	(4,838,061,234)
Less: Bank Charges		(5,743,361)	(8,581,700)
Foreign Exchange Gain/(Loss)		(1,241,007)	2,014,328,203
<b>Net Profit / (Loss) Before Tax</b>		<b>(3,765,499,458)</b>	<b>(2,832,314,731)</b>
Less: Provision for Income tax		(30,200,000)	(18,500,000)
<b>Net Profit/(Loss) After Tax</b>		<b>(3,795,699,459)</b>	<b>(2,850,814,731)</b>



তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ



www.ptd.gov.bd



# টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

## ২.৩ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী নিবন্ধিত একটি শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন সেলুলার মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ এ যাত্রা শুরু করে ৩১ মার্চ ২০০৫ থেকে বাণিজ্যিকভাবে সেবা প্রদান করে আসছে। টেলিটকের অনুমোদিত মূলধন দুই হাজার কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী জনবল দ্বারা পরিচালিত।

টেলিটক বাংলাদেশে প্রথম 3G প্রযুক্তির মোবাইল সেবা চালু করে। ১৪ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সেবা উদ্বোধন করেন। উক্ত 3G প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে গ্রাহকগণ যেকোনো স্থান থেকেই লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ইন্টারনেট, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন।

যাত্রা শুরুর পর থেকেই টেলিটক নিত্য-নতুন সেবা প্রদান করে আসছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে টেলিটক বিভিন্ন নতুন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং চলমান কার্যক্রম গুলো বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

### ২.৩.১ টেলিটকের সেবা ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত তথ্য

2G/2.5G সেবা	Pre-Paid ও Post-Paid অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল
	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক SMS ও USSD সংক্রান্ত সেবা, বাংলা SMS
	Friends and Family, Push Pull Services, Voice Mail Service
	Missed Call Alert, Malicious Call Blocking Services
	International Roaming
	GPRS/EDGE ভিত্তিক ইন্টারনেট/ ডাটা সেবা
	Value Added সেবা
3G সেবা	Pre-Paid ও Post-Paid অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল
	উচ্চ গতির ইন্টারনেট
	Video Call, IP TV
	MMS, Video on Demand
	Value Added সেবা

কভারেজ	৬৪ টি জেলা এবং ৪৮০ টি উপজেলা (দুর্গম পার্বত্য জেলাসমূহের ২৫ টি উপজেলা সহ)
অবকাঠামো	BTS: ৩৭২৫ টি, Node-B: ১৫৬২ টি, BSC: ১৫ টি, RNC: ৮ টি, Media Gateway: ৬ টি
গ্রাহক সংখ্যা	৪৪ লক্ষ
গ্রাহক সেবা	Customer Care Centre: ৬৪ টি, Customer Care Point: ২২ টি
Roaming সেবা	২৩ টি দেশের ৩৮ টি অপারেটর

## ২.৩.২ e-governance সহ তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা কর্মকাণ্ডে টেলিটকের অর্জনসমূহ

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনলাইন/ SMS এর মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া

- ৩০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রায় ৭০টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সকল উচ্চ মাধ্যমিক কলেজসহ প্রায় মোট ৫০ লক্ষ (আবেদন সংখ্যা) ছাত্র/ছাত্রী SMS এর মাধ্যমে ২০১৫ সালেই প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে।
- অনলাইনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত আইবিএ, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রায় ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, Armed Forces Medical College, Army Medical College, Military Institute of Science and Technology, Army Institute of Business Administration ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অনলাইন/SMS এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ এবং SMS এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কোন কোন ক্ষেত্রে অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা প্রদান, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে।

### পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

- ২০১৫ সালে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, ও এইচএসসি স্তরে প্রায় ১.৬ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী SMS এর মাধ্যমে ফলাফল পেয়েছেন। এছাড়া SMS এর মাধ্যমে National University, Bangladesh Public Service Commission পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৫, ২০১৬ সালে এসএসসি ও ২০১৫ সালে পিএসসি, জেএসসি, এইচএসসি স্তরে ২.৭ কোটি ব্যবহারকারী অনলাইনে ফলাফল পেয়েছেন। এছাড়া মোবাইল **Application** এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ ২০১৫, ২০১৬ সালে এসএসসি ও ২০১৫ সালে পিএসসি, জেএসসি, এইচএসসি স্তরের ফলাফল পেয়েছেন।
- টেলিটকের কারিগরি সহযোগিতায় ২০১৫, ২০১৬ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল সংশ্লিষ্ট স্কুল/ কলেজের ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সকল বোর্ডের ১৯৯৬ হতে ২০১৬ পর্যন্ত এসএসসি, এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল টেলিটক সার্ভারে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। টেলিটক সার্ভারে ২৩০ লক্ষাধিক ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফলের তথ্য রয়েছে। পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবক, সরকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও দূতাবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর্কাইভ থেকে ফলাফল জানতে পারছে।

### চাকরির আবেদন

- অনলাইনে Bangladesh Public Service Commission এর Cadre এবং Non Cadre পদে আবেদন গ্রহণ এবং SMS এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য হাজিরা খাতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসএমএস এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- অনলাইনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ও NTRCA Requisition & Recruitment এর জন্য আবেদন গ্রহণ এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র এবং এসএমএস এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- SMS-এর মাধ্যমে Bangladesh Army ও Bangladesh Air force এর কমিশন পদে আবেদন ফি গ্রহণ করা হয়েছে।

- SMS-এর মাধ্যমে Bangladesh Army ও Border Guard Bangladesh এর Soldier (Male and Female) এর আবেদন গ্রহণ এবং ফি গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Bangladesh Rural Electrification Board, Department of Agricultural Extension, Economic Relations Division, Bangladesh Telecommunications Company Limited, Gas Transmission Company Limited, Dhaka Power Distribution Company, Power Grid Company of Bangladesh Limited, Electricity Generation Company of Bangladesh Limited, Bangladesh Chemical Industries Corporation এবং Secondary Education Sector Investment Program-এ জনবল নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আবেদন এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে নিয়োগ এর আবেদন এবং SMS-এর মাধ্যমে ফি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

### ই-স্বাস্থ্যসেবা

কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ক্লিনিক হতে চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকৃত ভয়েস গ্রাম পর্যায়ে প্রায় ৩ (তিন) কোটি গ্রাহকের Out-bound Dialer (OBD) এর মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

### শিক্ষা খাতে টেলিটকের অন্যান্য সেবাসমূহ

- এসএসসি, এইচএসসি/সমমান সংশ্লিষ্ট সকল বোর্ডের ছাত্র/ছাত্রীরা টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস প্রক্রিয়ায় খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ফি প্রদানসহ আবেদন করতে পারছেন। ফলাফল ও এসএমএসএ পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেয়া হয়। ২০১৬ সনে এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৬শত ৫৮ জন এবং ২০১৫ সনে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫ শত ৯৫ জন ছাত্র/ছাত্রী এতে আবেদন করেন।
- ২০১০ সাল থেকে এসএসসি/এইচএসসি পর্যায়ে সকল বোর্ডের ছাত্র/ছাত্রীগণের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে। প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ২৩ লক্ষাধিক ছাত্র/ছাত্রী উক্ত রেজিস্ট্রেশনে তালিকাভুক্ত হচ্ছেন।
- টেলিটক ১০টি শিক্ষাবোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েব-সাইটসমূহ হোস্ট করেছে। এ ব্যবস্থাপনায় দৈনিক প্রায় লক্ষাধিক ব্যবহারকারী ব্রাউজ করতে পারেন।

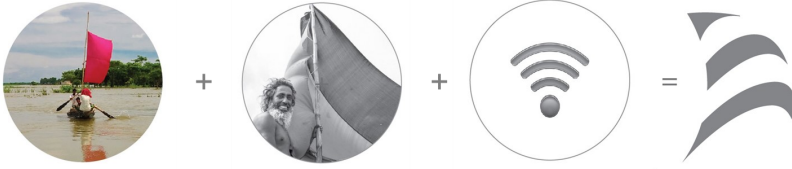
### মোবাইলের মাধ্যমে বিল পরিশোধ ও টিকেট ক্রয়

- টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড-এর ৭৭টি সমিতি গ্রাহক বিল আদায়ের কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। এর ফলে পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড-এর গ্রাহকগণ দীর্ঘ ব্যাংকিং লাইন এড়িয়ে সহজেই তাদের বিল জমা দিতে পারেন।
- টেলিটক প্রি-পেইড ফোন দিয়ে দর্শনার্থীগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভো থিয়েটার এর ২ দিনের অগ্রিম টিকেট ক্রয় সহ দৈনিক ৫টি “শো”-তে ২০০ টিকেট ক্রয় করতে পারেন।

## ২.৩.৩ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### টেলিটক এর রি-ব্র্যান্ডিং

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সেবার ও নেটওয়ার্কের মান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাহক আস্থা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান টেলিকম সেবাদানকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য টেলিটকের কার্যক্রম নতুনভাবে তেলে সাজানো হচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে গত ০৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে নতুন লোগোতে ‘স্বপ্ন হাসিমুখের’ স্লোগান নিয়ে রি-ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে টেলিটক নতুন যাত্রা শুরু করে।



টেলিটকের নতুন লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠান



## গ্রাহক সেবা কার্যক্রম

- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে টেলিটক আরও ১০ টি নতুন গ্রাহক সেবা কেন্দ্র চালু করেছে। ফলে বর্তমানে টেলিটক এর গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ৬৪। এছাড়া টেলিটকের আরও ২২ টি কাস্টমার কেয়ার পয়েন্ট রয়েছে। উক্ত ৮৬ টি সেবা কেন্দ্র ও সেবা পয়েন্ট গুলো দেশের সকল বিভাগ ও অধিকাংশ জেলা জুড়ে অবস্থিত। টেলিটক তার সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই বনানী পোস্ট ও উত্তরা পোস্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা, পঞ্চগড়, নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ফেনী ও ময়নামতিতে (কুমিল্লা) গ্রাহক সেবা কেন্দ্র চালু করতে যাচ্ছে।
- টেলিটকের উদ্যোগে ২০১৫ সালে বিনা মূল্যে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মোট ৭০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে টেলিটক SIM প্রদান করা হয়েছে।
- টেলিটক নেটওয়ার্ক এর সুষ্ঠু চালনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য রমনা টেলিকম এক্সচেঞ্জ ভবনে একটি Network Operation Centre (NOC) স্থাপন করা হয়েছে যা নেটওয়ার্ক ত্রুটি নির্ণয় ও নিরসনের কাজ সহজ করে দিয়েছে। NOC হতে টেলিটকের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক ২৪x৭ ঘণ্টা দেখাশুনা করার জন্য টেলিটকের একটি নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ দল প্রতিনিয়ত কাজ করছে।

### ২.৩.৪ টেলিটকের রাজস্ব

অর্থ বছর	রাজস্ব (কোটি টাকা)	রাজস্ব বৃদ্ধি / (হ্রাস)	করপূর্ব লাভ (ক্ষতি) [কোটি টাকা]
২০১৩-১৪	৯৬৮.৯৬	-	৯৪.১৭%
২০১৪-১৫	৮৩৪.৪৭	(১৩.৮৮%)	(৭৯.৮৫)
২০১৫-১৬	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের কাজ চলছে।		

### ২.৩.৪ নেটওয়ার্ক বিস্তারে গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনাসমূহ

- টেলিটক ইতোমধ্যে “Small Cell Technology” ও In Building Solution (IBS) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে উঁচু ভবনে নেটওয়ার্কের মানোন্নয়নের পাশাপাশি দূরবর্তী উপজেলা সমূহে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।
- টেলিটকের নিজস্ব অর্থায়নে ‘টেলিটকের নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলছে। এর মেয়াদকাল ধরা হয়েছে জুন ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭। এই প্রকল্পের আওতায় জেলা শহর ও মহাসড়কসমূহে নেটওয়ার্ক প্রদান সম্ভব হবে। এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা টেলিটকের নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা।
- “3G নেটওয়ার্ক চালুকরণ ও 2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (Phase-2)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের বেশিরভাগ উপজেলাকে 3G নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ৬৭৮ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত।
- সারা দেশের ইউনিয়নসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিটকের থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির লক্ষ্যে “ইউনিয়ন পর্যায়ে 3G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ” শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,২০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।
- দেশের পুঁজি বাজারে আইপিও ছাড়ার লক্ষ্যে টেলিটক কাজ করেছে। এ জন্য কোম্পানী ইতোমধ্যেই ইস্যু ম্যানেজারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে। বর্তমানে টেলিটকের Asset Re-valuation এর কাজ চলমান রয়েছে।





# বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

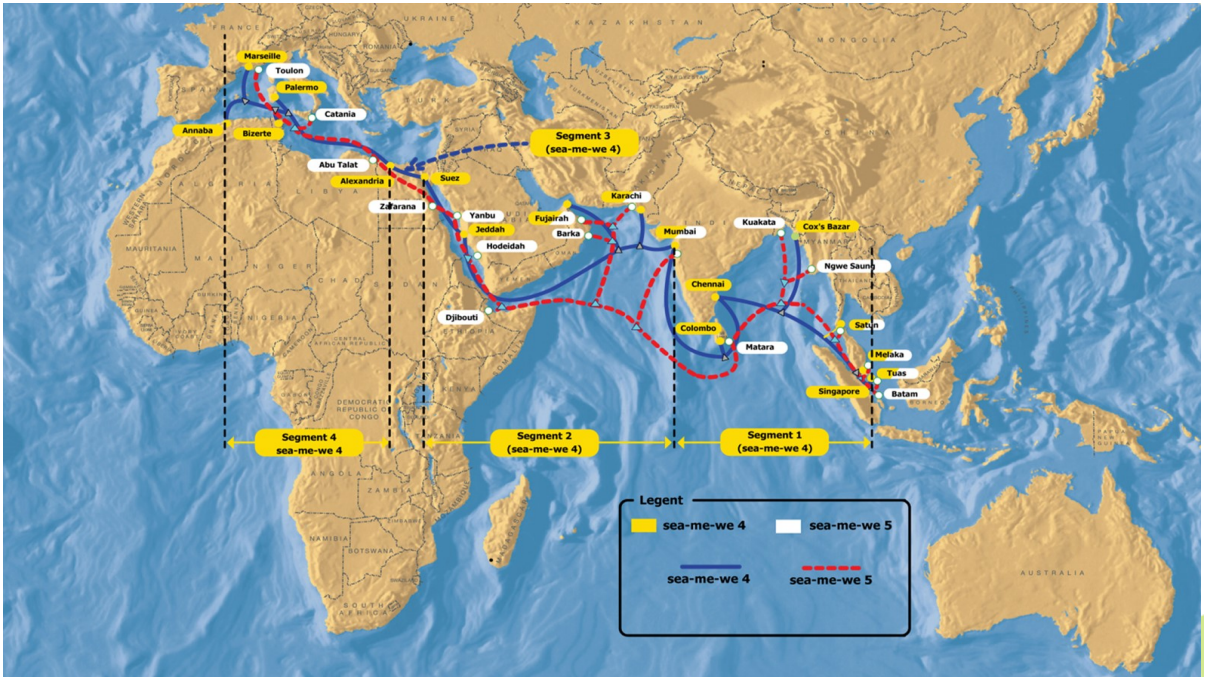
## ২.৪ বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) আন্তর্জাতিক সাবমেরিন কেবল এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক Information Super Highway-র সঙ্গে যুক্ত রেখেছে। ডাটা ও ভয়েস আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সমুদ্রগর্ভের সাবমেরিন কেবল দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশে সাবমেরিন কেবল সংযুক্তির পূর্বে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট সিস্টেম ব্যবহার হতো। বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) গঠন করা হয়। বিএসসিসিএল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ০১ জুলাই ২০০৮ তারিখ হতে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বিএসসিসিএল টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারী মালিকানাধীন একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত রয়েছে।

### ২.৪.১ বিএসসিসিএল এর কেবল এবং স্থাপনাসমূহ

বিএসসিসিএল এর অধীনে SEA-ME-WE-4 (South East Asia-Middle East-Western Europe-4) সাবমেরিন কেবলের সংযোগ রয়েছে। এই কেবলটি ১৪ টি দেশের ১৬ টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কনসোর্টিয়ামে বিএসসিসিএল বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন ঝিলংজা, কক্সবাজার এ অবস্থিত। বিএসসিসিএল এর অধীনে SEA-ME-WE-4 এর ৮.৮ মিলিয়ন MIU\*km ক্যাপাসিটি রয়েছে। সর্বশেষ Upgradation এর পর বর্তমানে বাংলাদেশ প্রান্তে কেবলটির Port Capacity ২০০ Gbps। এছাড়া বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 নামক আরেকটি আন্তর্জাতিক কেবল কনসোর্টিয়ামের সাথে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। এ কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায়। SEA-ME-WE-5 এর বাংলাদেশ প্রান্তে Port Capacity হবে ১৫০০ Gbps।

### ২.৪.২ SEA-ME-WE-4 এবং SEA-ME-WE-5 এর Route



## ২.৪.৩ বিএসসিসিএল এর সেবাসমূহ

- IGW ও IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে International Private Leased Circuit (IPLC) সেবা প্রদান
- IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ
- বিএসসিসিএল এর IIG লাইসেন্সের অধীনে ISP-দের IP Transit প্রদান
- কর্পোরেট গ্রাহকদের বিটিআরসির অনুমোদন সাপেক্ষে Dedicated Leased Line প্রদান

## ২.৪.৪ বিএসসিসিএল এর কার্যাবলী

- IPLC সার্ভিসের মাধ্যমে ইন্টারনেট ও ভয়েস যোগাযোগের জন্য উচ্চমানের ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা;
- বিএসসিসিএল এর One Stop Service Centre'র মাধ্যমে Circuit provisioning পরবর্তী অপারেশন/রক্ষণাবেক্ষণ সহ উচ্চমানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- IIG, ISP কে IP Transit সেবা প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেটের বিকাশ ঘটানো এবং স্বল্প মূল্যে মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা;
- IIG এর Network Operation Centre (NOC), Data Centre এবং সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন ২৪ X ৭ ভিত্তিতে চালু রাখা;
- সাবমেরিন কেবলের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি হতে বিদেশে ব্যান্ডউইডথ লিজ প্রদান। ভারতের ত্রিপুরায় কক্সবাজার থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখা;
- SEA-ME-WE-4 এবং SEA-ME-WE-5 কনসোর্টিয়ামের মূল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অন্যান্য উপ-কমিটির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকা;
- শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা;

## ২.৪.৫ বিএসসিসিএল এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য হ্রাস

জনগণের নিকট সাশ্রয়ী ইন্টারনেট পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ইন্টারনেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইসিটিভিত্তিক সেবাসমূহের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। সরকারের পদক্ষেপের অংশ হিসাবে সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য কয়েক দফা কমানো হয়েছে। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে IP Transit এর নতুন ট্যারিফ অনুমোদিত হয়েছে। যেখানে IP Transit প্রতি Mbps সর্বনিম্ন ৬২৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

### ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির জন্য ব্যান্ডউইডথ লিজ

ভারতের BSNL এর সাথে IP Transit লিজ প্রদান সংক্রান্ত একটি চুক্তি গত ৬ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময়কালে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী BSNL ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ১০ Gbps ব্যান্ডউইডথ বাংলাদেশ হতে লিজ নিয়েছে যা ৪০ Gbps পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। গত ২৩শে মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে IP Transit সংযোগের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।



### দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্ত করা

বাংলাদেশের একমাত্র সাবমেরিন কেবলের বিকল্প হিসেবে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে মোতাবেক SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন কেবল কনসোর্টিয়াম এর সাথে বাংলাদেশ গত ৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে এবং এ সংক্রান্ত প্রকল্পটি ১২ মে ২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০ কোটি টাকা। SEA-ME-WE-5 সাবমেরিন কেবলের Design Cable Life আনুমানিক ২০ বছর। এই কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন হবে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায়। আশা করা যাচ্ছে যে, ২০১৭ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্ত হতে পারবে।



কুয়াকাটায় দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনের নির্মাণ কাজ



দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনের সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ



দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশনের মূল ফটকের নির্মাণ কাজ

### ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বৃদ্ধি

২০০৯ সালের সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ৭.৫ Gbps হতে বেড়ে ডিসেম্বর ২০১৩-তে প্রায় ৩৮ Gbps এ উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ছয়টি International Terrestrial Cable কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কমে ২৬ Gbps-এ দাঁড়ায়। সম্প্রতি ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য হ্রাস ও গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধিসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বর্তমানে ১৩৩ Gbps এ উন্নীত হয়েছে।

## ২.৪.৬ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব আয়

	অর্থ বছর							১৫-১৬ (মার্চ-১৬ পর্যন্ত)
	০৮-০৯	০৯-১০	১০-১১	১১-১২	১২-১৩	১৩-১৪	১৪-১৫	
রাজস্ব আয়	৪৩.৫৯	৬০.৩৪	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৪০.৮১
নিট মুনাফা (কর	১১.৫৫	৩৪.৮৬	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১০.০০
নিট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৯.৯৫	২০.৮০	২২.৪৩	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	৭.৯৯

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)



বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীগণ কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরায় বিএসসিসিএল এর IP Transit সংযোগের শূভ উদ্বোধন ঘোষণা



## টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

## ২.৫ টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

বর্তমানের টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড ১৯৬৭ সালে তৎকালীন সরকার ও মেসার্স সিমেন্স এজি, পশ্চিম জার্মানির যৌথ উদ্যোগে “টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন” নামে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সিমেন্স এজি’র মধ্যে একটি নতুন চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি “টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড”-এ পরিণত হয়। ২০০৮ সালে সিমেন্স এজি তাঁদের সকল শেয়ার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করে। ২০১০ সালে এটি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

### ২.৫.১ ব্যবসার প্রকৃতি

প্রতিষ্ঠার পর হতে টেশিস দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের চাহিদা অনুযায়ী EMD টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এনালগ PABX, টেলিফোন সেট, FAX মেশিন, ডিপি/সিটি বক্স, কেবিনেট এবং আনুষঙ্গিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদন/সংযোজন ও স্থাপন করে আসলেও বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ডিজিটাল PABX, ল্যাপটপ, মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার এবং মোবাইল ব্যাটারি ও চার্জার উৎপাদন/সংযোজন করে থাকে।

### ২.৫.২ বর্তমান কার্যক্রম

#### ডিজিটাল টেলিফোন সেট

টেশিস বর্তমানে ৩(তিন) টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ১ (এক) টি মডেলের স্টেনো সেট ও ২ (দুই) টি মডেলের কলার আইডি টেলিফোন সেট সংযোজন/উৎপাদন ও বিপণন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে টেশিস ৩,১৯০ টি টেলিফোন সেট, ৪৮৪ টি স্টেনো সেট এবং ৬,৭৪০ টি কলার আইডি সেট সংযোজন/উৎপাদন করেছে।

#### Private Automatic Branch Exchange (PABX)

টেশিস NEC, Japan ও Karel, Turkey ব্র্যান্ডের বিভিন্ন আকারের ডিজিটাল পিএবিএক্স বাজারজাত করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে টেশিস কর্তৃক সরবরাহকৃত/সরবরাহধীন PABX এর বিবরণ নিম্নরূপ-

- দেশব্যাপী বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যালয়ে IP PABX স্থাপন;
- DMP -তে ১০০০ লাইন বিশিষ্ট ডিজিটাল PABX স্থাপন;
- ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ২০+২০০ লাইনের ডিজিটাল PABX এবং ২০০ লাইন surface wiring;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর ১৫ (পনের) টি Relay Station এর জন্য ১৫ (পনের) টি IP PABX স্থাপন;
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড এর ২০+৪০০ লাইন বিশিষ্ট IP PABX স্থাপন;
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান PABX এর ২৬৪ লাইন বর্ধিতকরণ এবং ৫০০ পেয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল স্থাপন;



### দোয়েল ল্যাপটপ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃক সংযোজিত দোয়েল ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ বিতরণ ও বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন। টেশিস এ যাবত পর্যন্ত মোট ১১টি মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদন/সংযোজন করেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন মডেলের মোট ৬২,২৪৫টি দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন এবং বিভিন্ন মডেলের মোট ৫৩,৭৫০টি দোয়েল ল্যাপটপ বিক্রয় করা হয়েছে। যার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৩,৩৩১টি, সেনাবাহিনীতে ২,৭৯৯টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে ১৩,৪৮৫টি বিভিন্ন মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। ১৩,৭১৬টি ল্যাপটপ অন্যান্য গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে।

বর্তমানে সারা দেশে দোয়েল ল্যাপটপের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য ৭(সাত)টি বিভাগীয় শহরসহ টেশিসের ১৪ (চৌদ্দ)টি বিক্রয় ও গ্রাহক সেবা কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রসমূহ টেশিস গেইট টঞ্জী, রমনাস্থ বিটিসিএল-এর ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস-সেন্টার বিল্ডিং, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর ও ফেনীতে অবস্থিত। এসব বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্রের মধ্যে ৪(চার)টি কেন্দ্রে, যথা: টেশিস গেইট টঞ্জী, রমনাস্থ বিটিসিএল এর ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস-সেন্টার, খুলনায় ও রাজশাহী বিক্রয় ও সেবা প্রদান এবং অন্যান্য কেন্দ্রের মাধ্যমে শুধু বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া Web-based Help Desk, Web-based Mobile Help Desk, Website, E-mail এবং নির্ধারিত মোবাইলের মাধ্যমে দ্রুত বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হচ্ছে।



### ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে টেশিস এর এনার্জি মিটার প্ল্যান্টে সংযোজিত মিটার বিক্রয়ের তথ্য নিম্নরূপ-

ক্রমিক	মিটারের ধরণ	সংখ্যা (টি)	মোট মূল্য (টাকা)
১	HTCT Metering Unit	১৩৬	৪ কোটি ৮০ লক্ষ
২	Single Phase Energy Meter	৪০,৪২৮	৬ কোটি ৮৫ লক্ষ
৩	LTCT Metering Unit	৮০০	২ কোটি ৮০ লক্ষ
৪	3-Phase Whole Current Meter	১,২৩৮	১ কোটি ৪৬ লক্ষ

### মোবাইল ফোনের ব্যাটারি ও চার্জার

টেশিসে মোবাইল ব্যাটারি ও চার্জার প্ল্যান্টে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৫,৬৭৫টি মোবাইল ব্যাটারি ও ৬২,৯৮৭টি ব্যাটারি চার্জার সংযোজিত হয়েছে এবং ৪০,২৭১টি মোবাইল ব্যাটারি ও ৫৭,৩৮৭টি মোবাইল চার্জার বাজারজাত করা হয়েছে।

### মোবাইল ফোন সংযোজন

টেশিস এর সাথে অংশীদারিত্বে 'OK মোবাইল' কর্তৃক মোবাইল টেলিফোন সেট সংযোজন ও বিপণন শুরু করা হয়েছে।





## অন্যান্য সরবরাহ কার্যক্রম

- টেশিস প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকার ৪৩টি ONU (Optical Network Unit) বিটিসিএল-এ সরবরাহ/স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেছে।
- 2G ও 3G প্রকল্পের আওতাধীন Base Transceiver Station টাওয়ার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে টেলিটকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ১৯৮টি Maintenance Free ব্যাটারি টেলিটক এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

## ২.৫.৩ টেশিস-এর রাজস্ব আয়

১৯৭০-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত টেশিস 'না লাভ না ক্ষতি' নীতির উপর পরিচালিত হতো। তখন টেশিস-এর পণ্যের একমাত্র ক্রেতা ছিল অধুনালুপ্ত বিটিটিবি (বর্তমানে বিটিসিএল)। ১৯৯৩ সাল হতে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। ২০০৬-২০০৭ সাল হতে আয়/ব্যয়ের হিসাব (টোক্স প্রদানের পূর্বে) নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	লাভ (ক্ষতি) (লক্ষ টাকা)
১	২০০৬-২০০৭	১৩২৮.০০	২১২৪.০০	(৭৯৬)
২	২০০৭-২০০৮	১০৫২.০৭	১১২৫.০৭	(৭৩)
৩	২০০৮-২০০৯	৮৩৪.৯৯	৮৩৭.০৩	(২.০৪)
৪	২০০৯-২০১০	১৪৩৩.৫০	১৪১৮.৯৭	১৪.৫৩
৫	২০১০-২০১১	৩৪৬২.৮০	৩৪৩৯.৯০	২২.৯০
৬	২০১১-২০১২	৫৮৬৯.২৭	৫৮০৭.৭০	৬১.৫৭
৭	২০১২-২০১৩	১০৫০৮.৩১	১০৪৫২.৩৬	৫৫.৯৫
৮	২০১৩-২০১৪	৬৩১৩.৮৮	৬২৫৯.২৩	৫৪.৬৫
৯	২০১৪-২০১৫	৬৫২৪.১৫	৬৪৬৩.৪৫	৬০.৭০



তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)





# বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

## ২.৬ বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড ১৯৬৭ সালের তৎকালীন সরকার এবং পশ্চিম জার্মানির মেসার্স সিমেস এ.জি-এর যৌথ উদ্যোগে খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার কেবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতির ধারার সাথে সমন্বয় রেখে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় বাকেশি জুলাই-২০১১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল উৎপাদন শুরু করেছে। বাকেশি'র অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ৬.৩২ কোটি টাকা।

### ২.৬.১ উৎপাদিত পণ্যসমূহ

#### কপার কেবল

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ● ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত জেলি ফিলড ভূ-গর্ভস্থ সাবস্ক্রাইবার কেবল | ● আর্মাড কেবল     |
| ● এরিয়াল কেবল   | ● ইনস্টলেশন কেবল  |
| ● সাবমেরিন কেবল  | ● জাম্পার অয়্যার |
| ● টি. আই. পি. কেবল   | ● ড্রপ অয়্যার    |

#### বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

- স্থাপিত ক্ষমতা - ৩ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার
- অর্জনযোগ্য ক্ষমতা - ২ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার

#### অপটিক্যাল ফাইবার কেবল

#### প্রডাক্ট রেঞ্জ:

- ২ ফাইবার হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মাড ও নন-আর্মাড কেবল
- ২ ফাইবার হতে ২১৬ ফাইবার স্ট্র্যান্ডেড লুজটিউব আর্মাড ও নন-আর্মাড কেবল

#### বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা:

- স্থাপিত ক্ষমতা - ২,৭৫,০০০ ফাইবার কিলোমিটার
- অর্জনযোগ্য ক্ষমতা - ২,৫০,০০০ ফাইবার কিলোমিটার

### ২.৬.২ কেবল উৎপাদন ও সরবরাহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২২,৯৫২ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিফোন কপার কেবল উৎপাদিত হয়েছে।
- বিটিসিএল-এর ১৭১ কেএল প্রকল্পসহ বিটিসিএল-এর অধীন বিভিন্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও চালনায় কপার কেবল ও অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সরবরাহ করা হয়েছে।
- বিটিসিএল-এর ১,০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্প হতে ৯,৫৭৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার এবং ২৬,০০০ কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার কেবলের ক্রয় আদেশ পাওয়া গিয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রকল্প হতে ৬,৯৭৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্রয় আদেশ পাওয়া গিয়েছে।



- বেসরকারি টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যথা— Summit Communications, Fiber@home, গ্রামীণফোন, সিটিসেল, কমনওয়েলথ এসোসিয়েটস, ফোন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, বিএসআরএম, হামিদা ট্রেডার্স, আই অটোমেশন, এআরএ টেকনোলজি, ওয়েব লিংক কমিউনিকেশন্স, আমরা নেটওয়ার্ক, সিলেট কেবল সিস্টেম, আইএসএন লিঃ, খুলনা ভিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সরবরাহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সরবরাহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অধীন মেট্রোরেল প্রকল্প থেকে ১২,৫৮৪ কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার কেবলের ক্রয় আদেশ পাওয়া গেছে।
- মে ২০১৬-তে প্রায় ২.২ কোটি টাকা ব্যয়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল উৎপাদন প্লান্টে একটি নতুন সেকেন্ডারি কোটিং লাইন মেশিন স্থাপনপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।



### ২.৬.৩ উৎপাদন বহুমুখীকরণে গৃহীত কার্যক্রম

- দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সমান্তরালে বৈদ্যুতিক কেবলের চাহিদাও বাড়তে থাকায় বাকেশি Electrical Overhead conductor, Service Drop Cable and Bare/Insulated wire উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্ল্যান্টের শেড নির্মাণের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এর সমপরিমাণে HDPE Silicon Core Duct এর চাহিদা রয়েছে। উক্ত চাহিদা বিবেচনায় বাকেশিতে একটি অত্যাধুনিক Duct উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্লান্ট স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের আহ্বানপূর্বক চীনা প্রতিষ্ঠানকে ক্রয় আদেশ প্রদান করা করা হয়েছে। আগামী আগস্ট ২০১৬ এর মধ্যে প্ল্যান্ট স্থাপনপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে ডাক্ট উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের জন্য ড্রপ ফাইবার কেবল উৎপাদনের প্লান্ট স্থাপন এবং Pigtail ও Patch Cord তৈরী বিবেচনাধীন রয়েছে।

### ২.৬.৩ বাকেশি-এর রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	অর্থ বৎসর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নিট লাভ (কর বাদে)
১	২০১৫-২০১৬ (প্রতিশনাল)	৯৯.৬১	৭৭.৭৬	২১.৮৫

# টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর



## ২.৭ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং এ সেক্টরে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)-কে বিলুপ্ত করে গত ০১ জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)-এ রূপান্তর করা হয়।

বিলুপ্ত বাংলাদেশ বিটিটিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিটিসিএল-কে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসাবে পরিচালনা এবং টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সরকারকে কারিগরি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সহায়তা প্রদানকল্পে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে “টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর [Department of Telecommunications (DoT)]” গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর সৃজনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে বিটিসিএল এর তেজগাঁওস্থ টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধিদপ্তরের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

### ২.৭.১ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের জনবল

বিলুপ্ত বিটিটিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোর মোট পদ	১৯,০২৯
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর গঠনকালে বিলুপ্ত পদ	১১,২৫৫
অধিদপ্তরের স্থায়ী কাঠামোর পদসংখ্যা	২৩৮
অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদসংখ্যা	৭,৫৩৬

### ২.৭.২ টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম

- টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থানান্তরিত স্থায়ী ও বিলোপযোগ্য পদের জনবলের বদলী/প্রেষণ, পদোন্নতি, অবসর প্রস্তুতি ছুটি, পেনশন ইত্যাদি বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করণ।
- অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধির খসড়া প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা চূড়ান্তকরণ।
- টেলিযোগাযোগ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে সহায়তা প্রদান।
- টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: বিটিসিএল, টেলিটক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা ইত্যাদিকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল দ্বারা সহায়তাকরণ।



# ডাক অধিদপ্তর



## ২.৮ ডাক অধিদপ্তর

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোস্ট অফিস এ্যাক্ট এর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে ডাক বিভাগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এবং স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশে এই আইনটিকেই আত্মীকরণ করে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ডাক ব্যবস্থা সৃষ্টির কালে ডাক অধিদপ্তরের মূল কাজ ছিল ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি করা। পরবর্তীতে এসকল কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কার্যক্রম। বর্তমানে ডাক অধিদপ্তর তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে ক্রমাগত ডাক সেবাসমূহকে যুগোপযোগী করে রূপান্তর করে চলেছে। দেশব্যাপী প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সেবা প্রদান করে থাকে।

### ২.৮.১ ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবাসমূহ

১. ডাক দ্রব্যাদি সংগ্রহ, পরিবহণ ও বিতরণ	৮. GEP সার্ভিস
২. আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র আদান প্রদান	৯. EMS সার্ভিস
৩. পার্সেল( অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)	১০. ইন্টেল পোস্ট ( ফ্যাক্স সার্ভিস)
৪. রেজিস্ট্রেশন	১১. রেজিস্টার্ড নিউজপেপার
৫. বীমাকৃত দ্রব্যাদি ( অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক)	১২. ই-পোস্ট
৬. ভিপিপি	১৩. EMTS (Electronic Money Transfer)
৭. মনি-অর্ডার সার্ভিস	১৪. পোস্টাল ক্যাশ কার্ড।

### ২.৮.২ ডাক অধিদপ্তরের এজেন্সি সেবাসমূহ

১. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব)	৫. রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প
২. ডাক জীবন বীমা	৬. সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ
৩. সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাঙ্গানো	৭. বিড়ি ব্যান্ডরোল বিক্রয়
৪. প্রাইজবন্ড বিক্রয় ও ভাঙ্গানো	

### ২.৮.৩ পোস্ট অফিসের সংখ্যা

ক্রমিক নং	অফিসের ধরন	সংখ্যা
১	জিপিও	৪
২	এ গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	২২
৩	বি গ্রেড হেড পোস্ট অফিস	৪৫
৪	উপজেলা পোস্ট অফিস	৪২১
৫	বিভাগীয় উপ-ডাকঘর	৯২৩
৬	বিভাগীয় শাখা ডাকঘর	১১
৭	অবিভাগীয় ডাকঘর	৮৪৬০
	মোট	৯,৮৮৬





## ২.৮.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সংগঠিত। সমগ্র ডাক অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে একটি মহাপরিচালকের দপ্তর, পাঁচটি পোস্টাল সার্কেল, দুটি ডাক জীবন বীমা সার্কেল এবং একটি পোস্টাল একাডেমী ও চারটি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার। প্রতিটি সার্কেলের অধীনে রয়েছে বেশ কিছু ডিভিশন ও ইউনিট অফিস। প্রথম শ্রেণীর প্রধান ডাকঘরগুলো স্বতন্ত্র ইউনিট অফিস হিসাবে বিবেচিত এবং পোস্টাল সার্কেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। একজন সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর, উপ ও শাখা ডাকঘরগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেলগণ। ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য সুপার, পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক রয়েছেন। পরিদর্শকগণ শাখা ডাকঘরগুলোর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন এবং তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য কিছু সহকারী পরিদর্শক (লাইন) রয়েছে। ডাক জীবন বীমা সার্কেলের অধীনে রয়েছে কিছু আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (মাঠ), সুপার ও পরিদর্শকের কার্যালয়। পোস্টাল একাডেমী তার নিজের ও চারটি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে ট্রেনিং সেন্টারগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সার্কেল অফিসগুলোর হাতে ন্যস্ত।

বর্তমানে ডাক অধিদপ্তরে প্রায় ১৭ হাজার নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ করছেন। ১ম শ্রেণীর ২৩৫টি পদের মধ্যে ১৯৪টি পদ বিসিএস (ডাক) ক্যাডারভুক্ত। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ২৪ হাজার অবিভাগীয় কর্মচারী রয়েছে।

## ২.৮.৫ ডাক অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

### ইলেক্ট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সেবা

বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উল্লেখযোগ্য অর্জন ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস প্রবর্তন, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৬ মার্চ, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ডাক অধিদপ্তর সেলুলার মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক এর কারিগরি সহায়তায় এই সেবা প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে সমগ্র দেশে সকল জিপিও, সকল প্রধান ডাকঘর, সকল উপজেলা ডাকঘর, গুরুত্বপূর্ণ উপ-ডাকঘর এবং ১,৩৮৯ টি গ্রামীণ ডাকঘরে এ সেবাটি চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, সেবাটি ২০১১ সালে জাতীয়ভাবে e-finance ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে National Digital Award লাভ করেছে। এই সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ৮৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা টাকা নিট আয় করেছে।

### পোস্টাল ক্যাশ-কার্ড

১ জুলাই, ২০১১ হইতে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ডাক অধিদপ্তর ITCL Limited এর কারিগরি সহায়তায় এই সেবাটি পরিচালনা করছে। পোস্টাল ক্যাশ-কার্ড এটিএম ডেবিট কার্ডের ন্যায় বিভিন্ন শপিং স্টোর/ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনা-কাটার পর বিল পরিশোধ, ইউটিলিটি বিল (যথাঃ গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ইত্যাদি) পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন ভাতা যথা- বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ ভাতা, ছাত্রবৃত্তি, শিক্ষা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ত্রাণের টাকা, কৃষি ঋণ, কৃষি ভর্তুকিসহ জনগণকে প্রদেয় সরকারের যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি, পেনশন ইত্যাদিও এর মাধ্যমে পরিশোধ সম্ভব। কিউ ক্যাশ নেটওয়ার্কের আওতাধীন ২৬টি ব্যাংকের ১,৪০০টি এটিএম বুথে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ড ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশের সকল উপজেলা/ জেলা পোস্ট অফিসসহ বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ সাব পোস্ট অফিস সমূহের ১,৩৭৪ টি অফিসে POS মেশিন এর মাধ্যমে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ড সেবা চালু আছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ হাজার গ্রাহক এ সেবা গ্রহণ করছেন।

পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে দেশব্যাপী সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতাভুক্ত প্রায় ৩০ লক্ষ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিকট সরকারের বিভিন্ন সহায়তা/ ভাতা পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ -

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত “অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬,০০৪ জন উপকারভোগীকে মোট ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৯ শত টাকা পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে পরিচালিত পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪ হাজার ১২৭ জন সুবিধাভোগী পরিবারকে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে ১৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৭ হাজার ২৭০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে ৬,৬৩৮ জন সুবিধাভোগীকে বয়স্ক ভাতা ও ১,২৪৯ জন সুবিধাভোগীকে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- Food and Agriculture Organization (FAO) এর অর্থায়নে ২,১৭১ জন প্রান্তিক কৃষককে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- পোস্টাল ক্যাশ-কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও উক্ত উপস্থিতির ভিত্তিতে ভাতাভোগী শ্রমিকদের কার্ডে ভাতা প্রদান করা হয়।
- World Bank এর অর্থায়নে “Income support Program for the poorest (ISPP)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ লক্ষ গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



টাঙ্গাইলের নাগরপুরে পোস্টাল ক্যাশ-কার্ডের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ভাতা বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



টাঙ্গাইলের নাগরপুরে পুনঃসংস্কারকৃত ডাকঘরের উদ্বোধন

### ডাক অধিদপ্তরের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ

ডাক বিভাগের কাউন্টার সার্ভিসসমূহ অটোমেশন করা হচ্ছে। এজন্য web based Application Software তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সার্ভার, নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি ও ডাটাবেজ সফটওয়্যার সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে সফটওয়্যারটি ৭১ টি হেড অফিস, ১৩ টি মেইল সার্ভিস অফিস এবং ১১ টি টাউন সাব অফিসে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আধুনিক কাউন্টার সার্ভিস, মেইল প্রসেসিং ও মেইলের ট্রেসিং এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়েছে।

### তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ

গ্রামীণ ডাকঘরগুলিতে ই-সেন্টার স্থাপনের জন্য “তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের সকল উপজেলায় সর্বমোট ১০০০ টি দুই-কক্ষ বিশিষ্ট গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ করা হবে। এ সকল ভবনের একটি কক্ষে ডাকঘরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং অপর কক্ষটি ই-সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এ পর্যন্ত ২৭৩ টি ডাকঘরের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত ডাকঘরগুলোর মধ্যে ১০৬ টি ডাকঘরের নির্মাণ কাজ হস্তান্তর করা হয়েছে।

## পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি

দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৮,০০০ টি গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ টি উপজেলা/থানা ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। এসকল পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের দোরগোড়ায় অবস্থিত ডাকঘরে এসে বিভিন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে সেবা যেমন- কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, স্ক্যানিং, ছবি তোলা, অনলাইনে কথা বলা ও ভিডিও কনফারেন্সিং সহ ও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাদি গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া প্রতিটি ই-সেন্টারে গ্রামাঞ্চলের আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। পোস্ট ই-সেন্টার সমূহে জনগণকে ই-সেবা প্রদানের জন্য Laptop ও Desktop Computer, Printer, Scanner, Modem, Mobile Phone, Web cam, Digital Camera, Photo Printer, Server, Generator/Solar Panel, Computer accessories ইত্যাদি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫,৫০৬ টি অফিসে ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে।



পোস্ট ই-সেন্টারের উদ্যোক্তাদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ



নবস্থাপিত টুঞ্জিপাড়া প্রধান ডাকঘর

## ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৯ টি ১ টন ওপেন বডি পিক-আপ ১০ টি ১ টন কাভার্ড ভ্যান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন হয়েছে এবং উক্ত ক্যাটাগরির গাড়ীর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত অন্যান্য ক্যাটাগরির গাড়ীর জন্য ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

## আইপিএস লাইট সেবা

ডাক অধিদপ্তর কর্তৃক চালুকৃত Track and Tracing (আইপিএস লাইট) পদ্ধতির এর মাধ্যমে সকল বৈদেশিক রেজিঃ চিঠি, ইএমএস ও পার্সেলের Track and Tracing করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এবং ৪টি জিপিওতে এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই সেবাটি জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হবে। ইতোমধ্যে Internet Based Online Query System চালু করা হয়েছে। এছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর এয়ারপোর্ট সার্টিং অফিসে ডাক ব্যাগ সঠিক সময়ে চলাচল ও সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য Global Monitoring System (GMS) চালু করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদেশিক ব্যাগসমূহ রিয়েল টাইম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।



তথ্যসূত্রঃ ডাক অধিদপ্তর



# মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ



## ২.৯ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

২০১০ সালে দি পোস্ট অফিস এ্যাক্ট, ১৮৯৮ এর ধারা ৪ এবং ধারা ৫৮ সংশোধনপূর্বক কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসার জন্য লাইসেন্স প্রদানের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠনের বিধান সংযোজন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

### ২.৯.১ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিষয়সমূহ

- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ও এজেন্সি অনুমতিপত্র প্রদান;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস, ক্ষতিপূরণ ফিস ও অন্যান্য ফিস আদায় ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র এবং অন্যান্য অধিকার নির্ধারণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান নির্ধারণ, নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন ধরনের বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারক হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও গ্রাহক অভিযোগ সংরক্ষণ;
- মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিকভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন, ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্সিজ, ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, ওয়ারশ কনভেনশন, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের নিয়মাবলী, আন্তর্জাতিক ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস সম্পর্কিত আধুনিক ধারণা, সেবার মানোন্নয়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, সার্ভিস উন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

### ২.৯.২ প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহ

এ যাবত মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মোট ১৪৭ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ টি আন্তর্জাতিক, ২৯ টি অভ্যন্তরীণ এবং অনবোর্ড ২৯ টি অপারেটর রয়েছে।

### ২.৯.৩ রাজস্ব প্রাপ্তি

অর্থ বৎসর	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
আয় (হাজার টাকা)	৬৮,৩৫	৫০,১৭	৭৫,৩৫





# তৃতীয় অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের  
রাজস্ব বরাদ্দ/ আয় ও ব্যয়



### ৩. অনুন্নয়ন বাজেট ২০১৫-১৬

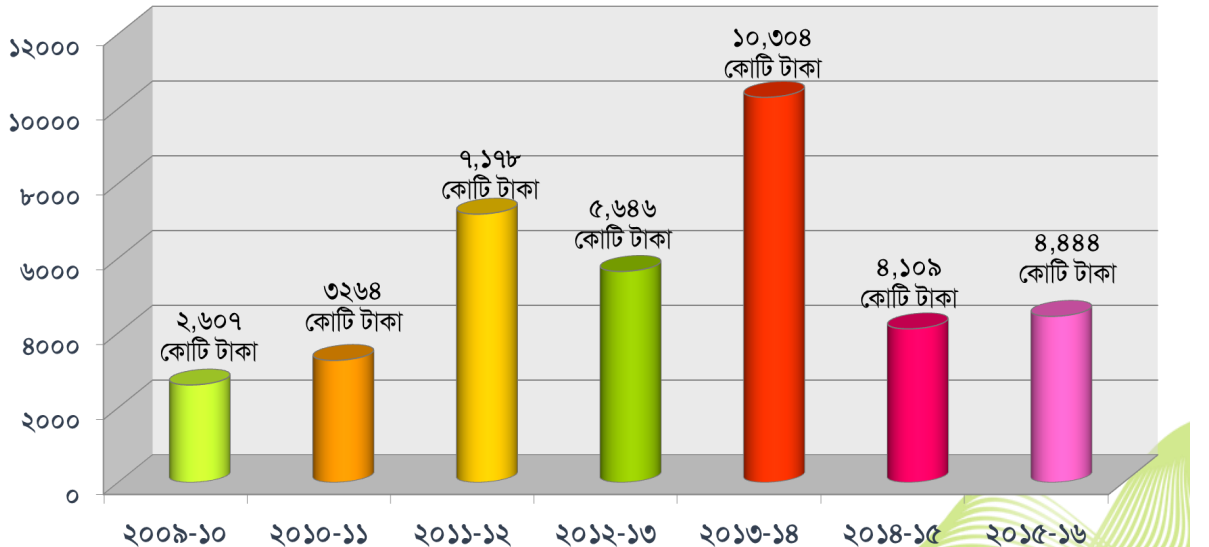
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে ৭৫২,৮৬,৬৭,০০০ (সাতশত একান্ন কোটি টোত্রিশ লক্ষ তিন হাজার) টাকা বরাদ্দ ছিল। বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দের বিন্যাস ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নরূপঃ

২০১৫-১৬ অর্থবৎসরে রাজস্ব খাতে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)		
	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১১,৫২,৩০	৮,০৮,৮০
ডাক অধিদপ্তর	৬৮৪,৫০,০০	৬৬৫,৪৭,২৭
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর	৫৪,৬১,৭৩	১৯,৯৯,১০
মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস	৭০,০০	৪৯
<b>মোট</b>	<b>৭৫১,৩৪,০৩</b>	<b>৬৯৩,৫৫,৬৬</b>

#### ৩.১ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

২০১৫-১৬ অর্থবৎসরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আদায় (অংকসমূহ হাজার টাকায়)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আদায়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সহ)	১০,১৯,৭৩	৯২,৭০
ডাক অধিদপ্তর	২৭৮,১৮,০৮	৩০১,১৮,২৯
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	৪১৭৯,০০.০০	৪১৪১,৯৮,৮৭
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ	১৭,৩৭,৮৪	ডিভিডেন্ট এর পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিঃ	৪০,৫৭,০৪	ডিভিডেন্ট এর পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন
বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ	৩,৪৭,৩৬	ডিভিডেন্ট এর পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৫,৭৮,২৪	ডিভিডেন্ট এর পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন
<b>মোট</b>	<b>৪৫৩৪,৫৮,২৯</b>	<b>৪৪৪৪,০৯,৮৬</b>

#### ৩.২ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিগত কয়েক বছরের রাজস্ব আয়





# চতুর্থ অধ্যায়

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডাক ও  
টেলিযোগাযোগ বিভাগের উল্লেখযোগ্য  
পদক্ষেপ ও অর্জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা





## ৪.১ টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির অভিযোজন

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে স্যাটেলাইট প্রস্তুত, উৎক্ষেপণ ও গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য ফ্রান্সের Thales Alenia Space এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International এর সাথে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- “১০০০ টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭,১৫৪ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজের মধ্যে ৫,৪৬১ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০০৭ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৯৪ টি ইউনিয়নে যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে।
- ২৯০ উপজেলা প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৪৬০ কিঃমিঃ কাজের মধ্যে ৩,৪০০ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপিত হয়েছে এবং ৩৪৯ টি স্থাপনার মধ্যে ৬২ টি স্থাপনায় যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- “টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় Gigabit Passive optical Network (GPON), ভিত্তিক FTTx (Office/home/building) System চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একই লাইনে Triple Play (Voice, Data and Video) সার্ভিস পাওয়া যাবে।
- সাবমেরিন কেবল এর ব্যান্ডউইডথ বহনের জন্য ঢাকা ও কক্সবাজারের মধ্যে বিটিসিএল ও পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিমিটেডের (প্রটেকশন) অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান ৪০ Gbps ক্ষমতার বর্তমান অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন লিংককে ২৪০ Gbps ক্ষমতায় রূপান্তর করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন ইনফো সরকার প্রকল্পের জন্য ৬টি বিভাগ হতে ঢাকা পর্যন্ত ৪.৪০৮ Gbps, জেলা হতে বিভাগ পর্যন্ত মোট ৫.৯২৮ Gbps ব্যান্ডউইডথ প্রদানের কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা হতে জেলা পর্যন্ত ৮ Mbps করে মোট ২৫৫ টি উপজেলার জন্য ব্যান্ডউইডথ প্রদানের কাজ চলমান আছে।
- পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল SEA-ME-WE-5 এর ‘কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন’ স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।
- জনগণের নিকট স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিটিসিএল, পিজিসিবি, রেলওয়ে এবং ২টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.২ টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ১২ কোটি ১০ লক্ষ SIM/RUIM এর বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক নিবন্ধন/ পুনঃনিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।
- SIM নিবন্ধনে গ্রাহকগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য যাচাই এর জন্য গত ০৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে দেশের ছয়টি মোবাইল সেবা প্রদানকারী অপারেটর নির্বাচন কমিশনের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
- গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সারা দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক SIM/RUIM রেজিস্ট্রেশন চালু হয়ে ৩১ মে ২০১৬ তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ফোনে হামকি, চাঁদাবাজি, জঞ্জি অর্থাৎ ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- IIG এবং ISP পর্যায়ে লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুসারে Lawful Interception এবং নজরদারি জোরদারকরণে বিটিআরসি-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটসমূহে সমাজ ও দেশ বিরোধী প্রচারণা রোধে মনিটরিং ও প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফট এবং অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।





গত ২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে যাচাইপূর্বক বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে SIM/RUIM নিবন্ধনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

### ৪.৩ সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণ

- টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়নের জন্য কল ড্রপ রোধ, নেটওয়ার্কের মান বৃদ্ধি, বিটিআরসির QoS সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলা, গ্রাহক কর্তৃক অবাস্তিত প্যাকেজ বন্ধকরণ, কপিরাইট লঙ্ঘন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কল ড্রপের ক্ষেত্রে কল মিনিট ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে বিটিসিএল এর গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি Mbps ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মাসিক চার্জ ২,৮০০ টাকা হতে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিএসসিসিএল IP Transit এর ক্ষেত্রে হাসকৃত মূল্য ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর করেছে। বর্তমানে IIG পর্যায়ে প্রতি Mbps IP Transit এর মাসিক চার্জ সর্বনিম্ন ৬২৫ টাকা।

### ৪.৪ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সেবার আওতা বৃদ্ধি

- মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫ সালের ১২.৬৮ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১৩.১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে টেলিডেনসিটি ৮২.১৭% যা ২০১৫ সালে ৮১.৯৩% ছিল।
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ২০১৫ সালের ৪.৮৩ কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৬.৩৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩৯.৭% যা ২০১৫ সালে ৩০.৫৬% ছিল।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ও আঞ্জরপোতায় গ্রামীণফোন কর্তৃক স্থাপিত 3G নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করেন।
- ‘বাংলা’ IDN চালুর লক্ষ্যে Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) এবং Internet Assigned Numbers Authority (IANA) এর সাথে Root Zone Delegation সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ ধাপ হিসাবে ICANN এর বোর্ড সভায় ‘বাংলা’ চালুর বিষয়টি অনুমোদিত হতে হবে। এর জন্য IANA এর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

## ৪.৫ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান 'টেলিটক' এর উন্নয়ন

- গত ৮ মার্চ ২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন লোগোসহ টেলিটক এর রি-ব্র্যান্ডিং ও রি-ভ্যান্সিং এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- ডিলার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DMS) ইতোমধ্যে টেলিটকের ৬০% ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় Install করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থায় দ্রুততম সময়ে এটি চালু করা হবে।
- গত এক বছরে টেলিটকের কাস্টমার কেয়ার এর সংখ্যা ৬৪ টি হতে ৮৬ টি তে উন্নীত করা হয়েছে এবং রিটেইলার এর সংখ্যা ২৬,০০০ হতে ৩৬,২৫৬ এ উন্নীত করা হয়েছে।
- টেলিটক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনের সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বের সাথে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে টেলিটক ৩টি পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলায় সবকটিতেই নেটওয়ার্ক চালু করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় ৮০% গ্রাহক টেলিটক মোবাইল ব্যবহার করছে, যা পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।
- এসএসসি, এইচএসসি/সমমান সকল বোর্ড, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা, সকল মেডিক্যাল ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে টেলিটক সহায়তা প্রদান করছে।
- টেলিটক ১০টি শিক্ষাবোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েব-সাইট হোস্ট করেছে। যার মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকৃত ভয়েস গ্রাম পর্যায়ে প্রায় ৩ (তিন) কোটি গ্রাহকের কাছে OBD (Outbound Dialer) কলের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হন।
- Cell Broadcast- এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলায় Disaster Management Bureau-এর পাইলট প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হয়। এই আগাম বার্তা পেয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পেরেছে এবং প্রাণহানির আশংকা অনেকাংশে কমে গেছে।
- SMS এর মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, SMS ভোটিং, SMS এর মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের সকল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ডাটা ও ভয়েস কলের জন্য বর্ণমালা নামক বিশেষ প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

## ৪.৬ ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিস্তার

- পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র দেশে ২৭৫০ টি বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকঘরে (সকল জেলার প্রধান ডাকঘর, সকল উপজেলা ডাকঘর ও নির্বাচিত কিছু ডাকঘরে) এ সার্ভিসটি চালু আছে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা এর এয়ারপোর্ট সার্টিং অফিসে ডাক ব্যাগ সঠিক সময়ে চলাচল ও সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্লোবাল মনিটরিং সিস্টেম (জিএমএস) চালু করা হয়েছে।
- ক্যাশ কার্ডের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিউ ক্যাশ নেটওয়ার্কের আওতাধীন ২৬ টি ব্যাংকের ১৩০০ টি এটিএম বুথে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু করা হয়েছে। দেশের সকল জেলা/উপজেলা পোস্ট অফিসসহ বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ সাব পোস্ট অফিস সমূহের ১ হাজার ৩৪৬ টি অফিসে পিওএস (POS) মেশিন এর মাধ্যমে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু আছে।
- “পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৫,৫০৬ টি পোস্ট ই-সেন্টার চালু করা হয়েছে।



- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে Income Support Program for the Poorest (ISPP) প্রকল্পের অধীনে পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার প্রায় ৬ লক্ষ উপকারভোগীর ভাতা বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে ডাক বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা ভাতাসমূহ গ্রামীণ পোস্ট অফিস ও পোস্ট ই-সেন্টার এর মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও A2I এর সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পাইলট ভিত্তিতে পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ শুরু হয়েছে।
- ৯৪টি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ৬৬টি ডাকঘরের কাউন্টার সার্ভিসসমূহ অটোমেটেড করা হয়েছে।

### ৪.৭ টেলিযোগাযোগ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ

- অবৈধ ভিওআইপি রোধকল্পে ২০১৬ সালে ৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
- জানুয়ারি ২০০৭ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত অবৈধ কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সর্বমোট ১,৪৫,৯৯,৬৪৪ টি SIM/RUIM বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে Self Regulation এর মাধ্যমে শনাক্তকৃত ১,২৬,২০,৭৯৮ টি, SIM-Box Detection System এ শনাক্তকৃত ১৭,৫২,৫১২ টি এবং অভিযান পরিচালনাকালে ২,২৬,৩৩৪ টি SIM/RUIM বন্ধ করা হয়।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নকল ও অবৈধভাবে আমদানিকৃত মোবাইল সেট বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিটিআরসি কর্তৃক র‍্যাভ এর সহায়তায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ মোবাইল সেট বিক্রয় বন্ধকরণে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

### ৪.৮ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি

- বাংলাদেশ কেবল শিল্প সংস্থায় স্থাপিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন 'Sheathing Line Machine' স্থাপন করা হয়েছে।
- টেলিফোন শিল্প সংস্থা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এবং Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন করে বাজারজাত করছে। টেশিস কর্তৃক উৎপাদিত ল্যাপটপে আধুনিক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মাদারবোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ব্যটারির ব্যাকআপ ক্ষমতা উন্নীত করা হয়েছে।

### ৪.৯ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- টেলিযোগাযোগ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সরকারকে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য গত জুন ২০১৫ তারিখে সৃজিত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে চালু করা হয়েছে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' এর কারিগরি ও বাণিজ্যিক পরিচালনার জন্য সরকারি মালিকানাধীন একটি কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৪.১০ আইন / বিধি / নীতিমালা/ গাইডলাইন প্রণয়ন এবং/অথবা সংশোধন

- জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালায় ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা ১ Mbps এর স্থলে ৫ Mbps নির্ধারণ করা হয়েছে।
- মোবাইল নাম্বার পোর্টারিবিলাটি সংক্রান্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই লাইসেন্সের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
- জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৬ এর চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস, ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত করছেন।

## ৪.১১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- একটি নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১” উৎক্ষেপণ।
- গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য গ্রাহকের ফোন নাম্বার সুরক্ষার লক্ষ্যে Mobile Number Portability (MNP) লাইসেন্স প্রদানের জন্য নিলামের ব্যবস্থাকরণ।
- Cyberspace এবং Internet ভিত্তিক সাইবারক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও অপরাধ প্রতিহতসহ সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এবং রেগুলেটরি ব্যবস্থা স্থাপন করতঃ এর কার্যক্রম পরিচালনা।
- ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি যথা LTE/4G এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- “দুর্গম এলাকায় ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে ৪৯ টি জেলার ১২৮ টি উপজেলার ১০০৫ টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক এবং ৫ টি জেলার ১২ টি দুর্গম উপজেলায় রেডিও লিংক স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট স্থাপন।
- বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড কর্তৃক HDPE Silicone Duct মেশিন হতে বাণিজ্যিকভাবে পণ্য উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করণ।
- দেশের সর্বত্র প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত 3G নেটওয়ার্ক বিস্তৃতিকরণ এবং 4G সেবা চালুকরণ।



# পঞ্চম অধ্যায়

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ডাক ও  
টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন উন্নয়ন  
প্রকল্পসমূহ



## ৫. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

মোট প্রকল্প সংখ্যা	১৪ টি	বিনিয়োগ প্রকল্প ১৩ টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ০১ টি
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	১৪০৪,২৭.০০ লক্ষ টাকা	জিওবি ১১০০,৩৩.০৯ লক্ষ টাকা, প্রকল্প সাহায্য ২৬৯,৩৬.০০ লক্ষ টাকা এবং নিজস্ব অর্থায়ন ৩৪,৫৮.০০ লক্ষ টাকা
জুন-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	১৩৯১,৯৩.৫৭ লক্ষ টাকা	জিওবি অর্থ ১৩৯১,৯৩.৫৭ লক্ষ টাকা

জুন-২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ	মোট ১৭২২,২৪.০০ লক্ষ টাকা
	জিওবি ১০৮৩,৩৭.০০ লক্ষ টাকা
	প্রকল্প সাহায্য ২৬৯,৫০.০০ লক্ষ টাকা
	নিজস্ব অর্থায়ন ৩৬৩,৮৫.০০ লক্ষ টাকা

বরাদ্দের বিপরীতে অর্থ অবমুক্তি ৯৯.১২% এবং ব্যয়ের শতকরা হার ১২২.৬৪% (জিওবি ৯৮.৪৫%, প্রকল্প সাহায্য ১০০.০৫% এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১০৫২%)

### ৫.১ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্প

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ/জিওবি) (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	
				আর্থিক	ভৌত
১	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭	২৯৬৭,৯৫.৭৭ (১৬৫২,৪৪.৪২/ ১৩১৫,৫১.৩৫)	৭৪৫,০০.৩৬ (১৭৭.১৭%)	২৫.১০%
২	কমিউনিকেশন ও ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতিমূলক ও তত্ত্বাবধায়ক কার্যাদি	জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৮	১৪৬,৪১.৬৩ (জিওবি)	৩২,৫৬.৩২ (৯৪%)	২২.২৪%

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ/জিওবি) (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	
				আর্থিক	ভৌত
১	আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প	জুলাই ২০১৪- জুলাই ২০১৭	৬৬০,৬৪.৩৪ (৩৫২,০০.০০/১৬৬,০০.০০) নিজস্ব অর্থ ১৪২,৬৪.৩৪	৩৯২,৫২.৪৫ (৯৯.৯৬%)	৪৫%



বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ/জিওবি) (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	
				আর্থিক	ভৌত
১	১০০০ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৬	৬৭৯,৮৭.০০ (জিওবি)	২৮৫,১৫.৬৭ (৯৯.৯৬%)	৮৫%
২	উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৭	৫৯০,৬১.০০ (জিওবি)	৫২,৩৯.২৪ (৯৭.৬২%)	২৬%
৩	ডিজিটাল বাংলাদেশে জন্য ব্রডব্যান্ড ওয়ার্ল্ডস নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প	মার্চ ২০১৪ - জুন ২০১৭	৯৫৬,৮৪.২৪ (৬১২,১৫.০০/ ৩৪৪,৬৯.২৪)	৭২,৬৫.৯৪ (৯৯.৫৫%)	৭.৫৯%
৪	টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০০৯- জুন ২০১৬	৬২২,৮৬.২৫ (১১৩,৫০.৭২/ ৫০৯,৩৫.৫৩)	৩৮,৬২.২১ (১০০.৭২%)	৭.২৪%
৫	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য NGN ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প	মার্চ ২০১৪ - জুন ২০১৭	১৮৬১,১৫.০০ (৬১২,১৫.০০)	৫.০০ (--)	--

ডাক অধিদপ্তর

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (পিএ/জিওবি) (লক্ষ টাকায়)	৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	
				আর্থিক	ভৌত
১	পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি	জানুয়ারি ২০১২ - জুন ২০১৭	৫৪০,৯৪.২৪ (জিওবি)	৮৮,২৪.৯৪ (৯৯.৭২%)	৬৪.৭৮%
২	তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ	জুলাই ২০১১- জুন ২০১৭	১২২,৯৫.৬০ (জিওবি)	৮,৮১.৬০ (৭৯.৮৬%)	২৫%
৩	ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ	জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৭	৫০,৫৯.০০ (জিওবি)	৯২.৯৬ (৫০.৮০%)	৫৬.৭২%
৪	বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ	জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭	৫৪,৭২.০০ (জিওবি)	৩৪.৬৩ (৯৮.৯৪%)	২.৩৪%
৫	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৫- জুন ২০১৭	৭৮,৩৭.০০ (জিওবি)	৪৯৯.৮১ (৯৯.৯৬%)	৬.৩৮%





## ৫.২ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে ২৯৬৭.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম’ ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত যোগ্য দরদাতা Thales Alenia Space France এর সাথে গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় মূল কাজ সমূহ হল- স্যাটেলাইট নির্মাণ, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, দু’টি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ পূর্ত কাজ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও উৎক্ষেপণ পরবর্তী ০১ বছরের বীমা, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ পরবর্তী ০৩ বছরের গ্রাউন্ড স্টেশন পরিচালনা ব্যয়। এছাড়া “Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting Satellite (First amended)” প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Space Partnership International (SPI), বিগত ২৯শে মার্চ ২০১২ থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান করছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ পরবর্তী সময় ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কারিগরি সেবা প্রদান করে যাবে।

### ৫.২.১ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর সুবিধাসমূহ

- সমগ্র বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার।
- বর্তমানে বিদেশী স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বার্ষিক ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয়।
- ট্রান্সপন্ডার লীজের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়।
- টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, ই-এডুকেশন, ডিটিএইচ প্রভৃতি সেবা প্রদান
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে টেরেস্ট্রিয়াল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারাদেশে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সুবিধা প্রদান।
- স্যাটেলাইটের বিভিন্ন সেবার লাইসেন্স ফি ও স্পেকট্রাম চার্জ বাবদ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।



### ৫.২.২ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রাথমিক নকশা চূড়ান্তকরণঃ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেমের প্রাথমিক নকশা অনুযায়ী ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’-এ মোট ৪০ টি ট্রান্সপন্ডার থাকবে। এর মধ্যে ১৪ টি C-Band এবং ২৬ টি Ku-Band ট্রান্সপন্ডার। ১১৯.১± পৃঃ দ্রাঃ অরবিটাল লোকেশন থেকে বাংলাদেশ, সার্কভুক্ত দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং ‘স্কান’ ভুক্ত দেশ সমূহের অংশ বিশেষ কভারেজের আওতায় আসবে। গত ২-৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ফ্রান্সের ‘কান’ এ Bangabandhu Satellite-1 Program Kick-off Meeting (KOM) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরবর্তীতে System Requirements Review (SRR) সহ বিভিন্ন ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১৪-২২ মার্চ ২০১৬ তারিখে ফ্রান্স এ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেমের “Preliminary Design Review (PDR)” অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত PDR এ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের System Architecture, System capacity, C & Ku-band Payload, TCR Subsystem, User segment : VSAT Hub, User segment : OSS/BSS, PDR Satellite System Architecture, Satellite AIT overview, Product Assurance, Ground Control Segment এবং initial satellite operations বিষয়ে কারিগরি রিভিউ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SPI, USA এর ০২ জন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়মিত ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিতে নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ ও তদারক করছেন।

### ৫.২.৩ লঞ্চ ভেহিকেল চূড়ান্তকরণঃ

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon-9 রকেট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত তাদের ০৩ টি লঞ্চ সাইটের যেকোনো একটি থেকে বর্তমান শিডিউল অনুযায়ী আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ উৎক্ষেপণ করা হবে।

### ৫.২.৪ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনের প্রাথমিক নকশা চূড়ান্তকরণ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর গ্রাউন্ড সেগমেন্ট Kick-off Meeting (KOM) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর, গত ৬-৭ জুন ২০১৬ তারিখে ঢাকায় Bangabandhu Satellite-1 এর প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশনের ‘Civil Work Design Review Meeting’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর সেটি নিয়ন্ত্রণ কাজে টেলিযোগাযোগ স্টাফ কলেজ, গাজীপুরে প্রাইমারি ও বেতবুনিয়া, রাজশাহীতে সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থাপত্য ও কাঠামো নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। নকশা অনুযায়ী ০২ টি গ্রাউন্ড স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

### ৫.২.৫ অপারেটিং কোম্পানি গঠন

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর এটি পরিচালনার জন্য কোম্পানি “Bangabandhu Communication Satellite Bangladesh Limited (BCSB)” গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কোম্পানির লোগো ও ট্রেডমার্ক অনুমোদন করা হয়েছে।



বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প অর্থায়নে HSBC এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর



## ষষ্ঠ অধ্যায়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিভিন্ন  
কার্যক্রমের চিত্র





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লালমনিরহাটের দহগ্রাম-আজরপোতায় মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোনের 3G কার্যক্রমের উদ্বোধন।



জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার কর্তৃক সংসদ সদস্যগণ এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে SIM/RUIM নিবন্ধন/পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক একটি মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে SIM/RUIM নিবন্ধন/পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন।



সিঙ্গাপুরে ফেসবুক-এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান কার্যালয়ে ফেসবুক কর্মকর্তাগণের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অবৈধ কল টার্মিনেশন স্থাপনায় অভিযানে অংশগ্রহণ।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ITU সদর দফতরে বাংলাদেশের পক্ষে WSIS পুরস্কার গ্রহণ।



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ  
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
[www.ptd.gov.bd](http://www.ptd.gov.bd)